৬

ইংল্যান্ড ও ইউরোপ

সপ্তদশ সতাব্দী থেকে ইংল্যান্ড একটি অগ্রসর দেশ হিসেবে ইউরোপে আবির্ভূত হতে থাকে। শক্তিশালী রাজতন্ত্র এবং সংসদীয় পদ্ধতির বিকাশ ইংল্যান্ডকে যথার্থ অর্থেই ইতিহাসে একটি মর্যাদা দান করে। ষোড়শ শতাব্দীতে টিউডর রাজবংশের প্রতিষ্ঠা এবং ইংল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ গঠিত হলে দেশটির আকার, প্রভাব ও গুরুত্ব শুধুমাত্র ইউরোপেই নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়। তবে ১৬৬৮ সালের গৌরবময় বিপ্লব পৃথিবীর ইতিহাসে ইউরোপের গৌরবকে বিশেষভাবে উজ্জ্বল করে। এ সময়কার রাজনৈতিক ঘটনাবলির বিকাশ সম্পর্কে বর্তমান ইউনিটের পাঠসমূহে আলোচনা করা হয়েছে।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে -

- পাঠ - ১ : টিউডর যুগ ও শক্তিশালী রাজতন্ত্র
- পাঠ - ২ : ক্রমওয়েলের উত্থান পতন
- পাঠ - ৩ : গৌরবময় বিপ্লব

পাঠ - ১

টিউডর যুগ ও শক্তিশালী রাজতন্ত্র

এই পাঠ শেষে আপনি -

- শক্তিশালী রাজতন্ত্র হিসেবে টিউডর রাজবংশের উত্থান সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- টিউডর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সপ্তম হেনরির উত্থান এবং কৃতিত্ব সম্পর্কে অবহিত হবেন;
- অষ্টম হেনরির নেতৃত্বে শক্তিশালী টিউডর রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং তার সময়ের ধর্মসংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন;
- ষষ্ঠ এডোওয়ার্ডের রাজত্বকাল এবং এই সময়ে ইংল্যান্ডে প্রোটেস্টান্ট ধর্মসংস্কার সম্পর্কে অবহিত হবেন;
- রানী ম্যারির রাজত্বকাল সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- টিউডর বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক রানী এলিজাবেথের কৃতিত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

১। ইংল্যান্ডে শক্তিশালী রাজতন্ত্র হিসেবে টিউডর রাজবংশের উদ্ভব

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব ইউরোপের ইতিহাসে অন্যতম যুগান্তকারী ঘটনা। এই সব শক্তিশালী রাজতন্ত্রের মধ্যে ইংল্যান্ডে টিউডর, ফ্রান্সে বুরবোঁ, অস্ট্রিয়ায় হ্রাপসবার্গ, রাশিয়ায় রোমানভ এবং তুরস্কে ওসমানিয়া রাজবংশের উদ্ভব হয়। এতে রাজা পোপের বদলে জাগতিক এবং পারলৌকিক উভয় জগতের সর্বেসর্বা হয়ে উঠেন।

ইংল্যান্ড, ওয়েলস, স্কটল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ড এই ক্ষুদ্র চারটি দ্বীপের সমন্বয়ে ইংল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ গঠিত হয়। টিউডরদের ইংরেজ সংস্কৃতি এ্যাংলো-স্যাক্সন ও নরম্যান ফরাসি এই দুই সংস্কৃতির সামঞ্জস্যতায় গড়ে উঠেছিলো। ইংল্যান্ডের রাজা নরম্যান্নাসী বংশোদ্ভূত হওয়ায় তারা সমগ্র দেশ জয় করতে ইচছুক হয়ে উঠেন। তারা আয়ারল্যান্ডে এবং ওয়েলসে ইংল্যান্ডের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করলেও স্কটল্যান্ডে তা পারেনি । ফ্রান্স ছিলো ঐতিহ্যগতভাবে শত্রুভাবাপন্ন দেশ এবং দীর্ঘ একশত বছর (১৩৩৭ - ১৪৫৩খ্রি.) এরা একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলো। ১৩৯৯ - ১৪৮৫ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ড গৃহযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলো।

বলা যায় দ্বিতীয় রিচার্ডের পতন থেকে শুরু করে ১৪৮৫ সালে তৃতীয় রিচার্ডের মৃত্যু পর্যন্ত এই দেশ যুদ্ধে বিধস্ত হয়। তৃতীয় এডোয়ার্ডের বংশধরদের উত্তারাধিকার দ্বন্দ্ব সংঘাতের ফল স্বরূপ 'গোলাপ যুদ্ধের' সৃষ্টি হয়। দুটো দলের এক পক্ষে ছিলো ইয়র্কশায়ারবাদীরা (সাদা গোলাপ) এবং অন্যপক্ষে ল্যাংকাশায়ারবাদীগণ (লাল গোলাপ)। এরা দীর্ঘ ত্রিশবছর একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এই গৃহযুদ্ধের শেষে রাজা সপ্তম হেনরি চতুর্থ এডোওয়ার্ডের বোনকে বিয়ে করেন এবং ১৪৮৫ সালে বসওয়ার্থের যুদ্ধে তৃতীয় রিচার্ডকে পরাজিত করেন। রিচার্ড যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হলে সপ্তম হেনরি সিংহাসনে বসেন। তিনি ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক সকল অনৈক্য ও অশান্তি দূর করে ইউরোপে একটি শক্তিশালী রাজতন্ত্রের সূচনা ঘটান।

২। সপ্তম হেনরি (১৪৮৫ - ১৫০৯ খ্রিঃ)

সপ্তম হেনরি টিউডর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৪৭১ সালে ওয়েলস-এর রাজকুমারের মৃত্যুর পর তিনি ল্যাংকাস্টারিয়ান গোষ্ঠিভূক্ত সম্প্রদায়ের রাজা মনোনীত হন। ইংল্যান্ডের রাজ সিংহাসন লাভের ক্ষেত্রে হেনরির প্রধান ভিত্তি হয়ে দাড়াঁয় ১৪৮৫ সালে বসওয়ার্থের যুদ্ধে তাঁর বিজয়। এই যুদ্ধে তৃতীয় রিচার্ড মারা যান এবং হেনরি সপ্তম হেনরি উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি চতুর্থ এডওয়ার্ডের কন্যা লেডি এলিজাবেথকে বিয়ে করেন।

দীর্ঘদিন গোলাপ যুদ্ধের ফলে ইংরেজ জাতির মনে দৃঢ় রাজতন্ত্রের শাসনাধীনে আসার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠে। সপ্তম হেনরি একজন শক্তিশালী শাসক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, এবং এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে সাফল্যমন্ডিত হয়েছিলেন।

গোলাপযুদ্ধে ল্যাংকাস্টার এবং ইয়র্কশায়ার উভয়গোষ্ঠীর অভিজাত ও সামন্তশ্রেণী প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেয়। ত্রিশ বছরব্যাপী যুদ্ধে বহু অভিজাত পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। তাঁর অভ্যন্তরীণ নীতি দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়নের ক্ষেত্রে পরিচালিত হয়েছিলো। তিনি অভিজাত শ্রেণীর ক্ষমতা খর্বে তিনটি নীতি গ্রহণ করেন।

প্রথমত, গোলাপ যুদ্ধের পর ১৪৮৭ সালে এক আইনে স্পষ্ট বলা হয় যে অভিজাত বা সামন্ত সম্প্রদায়ের অধীনস্থ ব্যক্তিরা তার প্রভুর প্রতীক বা চিহ্ন অঙ্কিত কোনো উর্দি পরতে পারবে না।

দ্বিতীয়ত, সপ্তম হেনরি কোর্ট অব চেম্বার নামে একটি আদালত স্থাপন করে। এই কোর্টে রাজার মনোনীত ব্যক্তিবর্গ জুরি হিসেবে ছিলেন। এই কোর্টের মোকদ্দমা পরিচালিত হতো গোপনে এবং এর মাধ্যমে অবাধ্য একগুঁয়ে অভিজাত শ্রেণীকে কঠোর শাস্তি দেয়া হতো।

তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি অনুদানের জন্য পালামেন্টের ওপর নির্ভর হতে চাননি। তিনি বাধ্যতামূলক বিভিন্ন ঋণ, সামন্ত ঋণ রাজকীয় জমির উপর খাজনা ও রপ্তানি পণ্যের উপর খাজনা ধার্য করেন। ১৪৮৫ সালে তিনি নৌবাণিজ্য আইন পাশ করেন। এই আইনের মাধ্যমে ইংরেজ বাণিজ্য জাহাজ শুধু ইংরেজদের মাধ্যমে চালিত হবে এবং ইংরেজ জাহাজের মাধ্যমে পণ্য আনা নেয়ার বিধান রাখা হয়।

ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক নীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও সপ্তম হেনরির রাজত্বের প্রথম ১১ বছরে ৬ বার এবং রাজত্বের বাদবাকি সময়ে মাত্র একবার পার্লান্টের অধিবেশন আহবান করা হয়।

সপ্তম হেনরি তাঁর ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য কাউন্টি বা জেলা প্রশাসন এবং বিভিন্ন স্থানীয় উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদের ওপর নির্ভরশীর ছিলেন। চার্চের প্রতি তাঁর ক্ষোভ এবং কোনো কোনো ব্যাপারে অপছন্দ থাকলেও তিনি চার্চের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েননি।

সপ্তম হেনরি ইংল্যান্ডে রেনেসাসেঁর প্রসারে বিশেষভাবে সহায়তা করেন। অক্সফোর্ডকে তিনি গ্রিক শিক্ষার কেন্দ্রস্থল হিসেবে গড়ে তোলেন। মূলত তিনি ইতালীয় শিল্প এবং স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

হেনরির বৈদেশিক নীতি যুদ্ধ নয় বরং ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিলো। বৈবাহিক সম্পর্ক এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তির ক্ষেত্রেই তিনি বিশেষ জোর দিয়েছিলেন।

এ ছাড়াও বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে সপ্তম হেনরি ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখেন। তিনি নিজে ইয়র্কশায়ার গোষ্ঠীভুক্ত রাজকন্যা এলিজাবেথকে বিয়ে করেন। তিনি তাঁর পুত্র প্রিন্স আর্থারকে রাজকন্যা ক্যাথরিনের সঙ্গে বিয়ে দেন। ক্যাথরিন ছিলেন স্পেনের রাজা ফার্ডিনান্ডের কন্যা। প্রিন্স আর্থার মারা গেলে হেনরি পোপের অনুমতি নিয়ে ক্যাথরিনের সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় পুত্রের বিয়ে দেন। পরবর্তীকালে অষ্টম হেনরি নামে পরিচিত হয়ে তিনি সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন।

ইংল্যান্ড সপ্তম হেনরির সময়ে ব্রিটেনি নামক অঞ্চলটিকে কেন্দ্র করে ফ্রান্সের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। তবে ১৪৯২ সালে ইটাপলিস এর চুক্তির মাধ্যমে এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

এভাবে সপ্তম হেনরি টিউডর বংশের উত্থানে এক গৌরবোজ্জ্বল যুগের সূচনা করেন। তিনি ঘরে এবং বাইরে ইংল্যান্ডের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন। তিনি তাঁর পুত্রের জন্য ইংল্যান্ডে একটি পরিপূর্ণ রাজকোষ, শান্তিও স্বচ্ছতা রেখে গিয়েছিলেন। নি:সন্দেহে বলা যায় ''সপ্তম হেনরির সময় ছিলো ইংল্যান্ডের সকল উন্নতি এবং সমৃদ্ধির বীজ বপনের সময়।''

৩। অষ্টম হেনরি (১৫০৯ - ১৫৪৯)

টিউডর রাজবংশ তার শক্তিমত্তা ও সাফল্যের সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহন করে অষ্টম হেনরির সময়ে। মাতা এলিজাবেথের কনিষ্ঠপুত্র অস্টম হেনরি আঠারো বছর বয়সে একজন রেনেসাঁস যুবরাজ কোলেট, এ্যারাসমাস এবং স্যার থমাস মুরের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি ল্যাটিন, ফরাসি, ইতালি ও রোমান ভাষা জানতেন। ভালোবাসতেন সঙ্গীত, নৃত্য ও ক্রীড়াশৈলী।

অষ্টম হেনরি ছিলেন শক্তিশালী রাজতন্ত্রের মূর্তপ্রতীক। তিনি কোনোরকম বিরোধিতা সহ্য করতেন না। সেটি পোপ বা তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী যে কারো কাছ থেকেই নয়। তাঁর শাসনের প্রথম দিকে তিনি তাঁর সহকর্মী ওলসি থমাস ক্রেনমারের পরামর্শ ও বুদ্ধিমতে চালিত হলেও পরবর্তীকালে তিনি সিদ্ধান্ত ও নীতির ব্যাপারে কারো ওপর নির্ভরশীল ছিলেন না। তবে রাজনৈতিক ক্ষমতার উচ্চশিখরে উঠার পর পোপের সঙ্গে তার সংঘাত ও দ্বন্দ্ব অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠে।

৪। অষ্টম হেনরি এবং ইংরেজ সংস্কার আন্দোলন

ইংল্যান্ডের সংস্কার আন্দোলন ছিলো রাজনৈতিক। ইংল্যান্ডের রাজা ছিলেন সত্যিকার অর্থে একজন গোঁড়া ক্যাথলিক। ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের প্রতি তাঁর ছিলো তীব্র ঘৃণা। রাজা ক্যাথলিকবাদের সপক্ষে The Defence of Sacrament নামে একটি ছোট্ট পুস্তিকা রচনা করেন। পোপ এতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং তাঁকে ধর্মরক্ষক বা (Defender of Faith) হিসেবে ঘোষণা দেন। কিন্তু এর কিছুকাল পরেই সবাইকে অবাক করে পোপ এবং রাজার মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। রাজা নিজেকে ইংরেজ চার্চের প্রধান হিসেবে ঘোষণা করেন।

ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক কারণে তিনি পোপকে তাঁর প্রথম স্ত্রী ক্যাথরিন আরাগনের সঙ্গে বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটাতে নির্দেশ দেন। মূলত পুত্র সন্তান না হওয়ায় এ্যানি বোলেন নামক মহিলাকে ১৫৩৩ সালে গোপনে বিয়ে করার তিনি এই সিদ্ধান্ত নেন। অপরদিকে ক্যাথরিন ছিলেন স্পেনের পঞ্চম চার্লসের ভগ্নী। পোপকে চাপ দিলেন যাতে তিনি হেনরির অনুরোধ মেনে না নেন। এর ফলে পোপ অষ্টম হেনরির নির্দেশের উত্তর না দিয়েই ব্যাপারটি ঝুলিয়ে রাখলেন। ইংরেজরা মনে করলো পোপ নয় বরং পঞ্চম চার্লস এই ইস্যুতে প্রভাব বিস্তার করছে। হেনরি থমাস ক্রেনমারকে ক্যান্টাবেরির প্রধান যাজকে নিযুক্ত করেন যিনি বিবাহ বিচেছদ মামলাটি নিস্পত্তি করেন। পার্লামেন্টের আইনের মাধ্যমে (পার্লামেন্ট হেনরির অধীনে ছিলো) হেনরি পোপকে ইংল্যান্ডের চার্চের প্রধান-এর পদ থেকে সরিয়ে দেন। ক্যাথরিন এই বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে পোপের কাছে অভিযোগ বা আবেদনপত্র পেশ করতে পারবে না বলে পার্লামেন্টে আইন পাশ করানো হয়। 'এ্যাক্ট অফ সুপ্রিমেসি' বা 'আধিপত্যের আইনের' মাধ্যমে রাজাকে ইংল্যান্ডের চার্চের সর্বোচ্চ শাসক হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়।

এই আইনের মাধ্যমে ইংল্যান্ড থেকে পোপকে কোনো প্রকার অর্থ পাঠানোর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। যদিও রাজা ইংল্যান্ডের চার্চের ক্ষমতাকে অনেকটা দুর্বল করে দিতে সক্ষম হন, তবে তার অনুরোধে পার্লামেন্টে ছয় শর্তের আইন (Six Articles Act) নামে একটি আইন প্রণীত হয় যা ক্যাথলিক ধর্মমতের মূল সুত্রগুলিকেই নিশ্চিত করেছিলো। এভাবে তিনি বহু প্রোটেস্টান্টকে আশাহত করে ছিলেন যারা ইংল্যান্ডের চার্চকে সম্পূর্ণভাবে প্রোটেস্টানট চার্চে পরিণত করতে চেয়েছিলেন।

প্রোটেস্ট্যান্টবাদের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ল্যাটিন ভাষায় রচিত বাইবেলের বদলে ইংরেজিতে অনুবাদকৃত বাইবেল সকল চার্চে রাখার ঘোষণা দেন তিনি। ১৫৪১ সালে ক্রেনমারের অনুবাদ চার্চে প্রতিস্থাপন করা হয় এবং ধর্মীয় পুস্তকটি সবার জন্য উন্মুক্ত করা হয়। তিনি পাদরি বা যাজকদের জন্য দশম শর্ত (Ten Articles) গ্রহণ করতে বাধ্য করেন। এই অনুচ্ছেদগুলি চার্চের বা রোমের মতবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। ছয় শর্তের আইনে পাদরি বা যাজকদের প্রথাগত বিশ্বাস বিহীত না করে আনুগত্য, ট্র্যানসারস্ট্যানশিয়েশন (মাংস ও রক্তের পরিবর্তে রুটি ও মদের খাদ্য ব্যবস্থা) ইত্যাদির মাধ্যমে ক্যাথলিক ধর্মমতগুলিকেই মেনে নেয়া হয়।

তবে তার এই ধর্মীয় নীতিতে ক্যাথলিক বা প্রোটেস্টান্ট কেউ খুশি হয়নি। ক্যাথলিকরা তাঁর বিরুদ্ধে ছিলেন যেহেতু তিনি পোপের সার্বভৌমত্বকে খর্ব করেন, আবার প্রোটেস্টান্টরা খুশি ছিলেন না যেহেতু ক্যাথলিকদের পুরানো রীতি নীতি বাতিল করা হয় নি।

তাঁর শাসনের প্রথম পর্যায়ে হেনরি মন্ত্রীদের পরামর্শ নিয়ে কাজ করলেও পরবর্তী কালে তাঁর বিদেশ মন্ত্রী ওলসির বুদ্ধিমত্তায় মন্ত্রীদের বা রাজকীয় কর্তৃত্ববাদকে অপসারণ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমর্থন নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সপ্তম হেনরি প্রবর্তিত কোর্ট অব স্টার চেম্বারের মাধ্যমে অভিজাত শ্রেণীর ক্ষমতা খর্ব করেন। পার্লামেন্টের উপর নির্ভশীলতা কমিয়ে আনার জন্য তিনি (১৫১৫ থেকে ১৫২২) এই সাত বছর পার্লামেন্টের অধিবেশন ডাকা থেকে বিরত থাকেন।

পরাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে অষ্টম হেনরির রাজত্বকাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। সপ্তম হেনরির রাজত্বকালে ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য ছিলো স্পেন, অস্ট্রিয়া, হ্যাপসবার্গ ও ফ্রান্সের বুরবোঁ পরিবারের দ্বন্দ্ব। ওলজির পররাষ্ট্র নীতির মূল লক্ষ্য **প্রথমত,** ইউরোপের ব্যালেন্স অব পাওয়ার বা ক্ষমতার ভারসাম্য নীতি টিকিয়ে রাখা এবং **দ্বিতীয়ত,** ইউরোপের রাজনীতিতে যে কোনো পক্ষে যোগ দানের ক্ষেত্রে ইংল্যান্ড তার নিজের স্বার্থের প্রতিই সর্ব প্রকার নজর দেবে।

অষ্টম হেনরির আমলে ইংল্যান্ড একটি মর্যাদাপূর্ণ দেশে পরিণত হয়েছিলো। ধর্মক্ষেত্রে প্রোটেস্টান্ট এবং ক্যাথলিকদের মধ্যে সমঝোতার নীতি, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে দৃঢ়শাসন, আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে ইংল্যান্ড ইউরোপীয় রাজনীতিতে বলিষ্ঠভাবে অংশ নেওয়া এবং বহু ত্রট্টটি বিচ্যুতির পরও ইংল্যান্ড মহাদেশীয় শক্তির মর্যাদা লাভ করে।

৪। রাজা এডওয়ার্ড : (১৫৪৭ - ১৫৫৩)

অষ্টম হেনরির মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ষষ্ঠ এডওয়ার্ড সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি নাবালক হওয়ায় তাঁর চাচা ডিউক অফ সামারসেটের নেতৃত্বে এবং পরবর্তীকালে নর্দাম্বারল্যান্ড তাঁর রাজপ্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এই সময় ইংল্যান্ডের ধর্মনীতির ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ করা হয়। অষ্টম হেনরি তাঁর ধর্মনীতির ক্ষেত্রে ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্টান্ট কাউকেই খুশি করতে পারে নি। এডওয়ার্ড ইংল্যান্ডের চার্চকে সত্যিকার প্রোটেস্টান্ট করতে এগিয়ে আসেন। তিনি লুথার এবং ক্যালভিনের ধর্মমত সমগ্র ইংলান্ডে প্রচার এবং প্রসাবের ব্যবস্থা করেন। এ্যাংলিকান চার্চের মূলসূত্র বা অনুচ্ছেদসমূহ প্রোটেস্টান্ট প্রভাবে সহজবোধ্য সুস্পষ্ট এবং আকর্ষণীয় করে তোলেন। আর্চবিশপ ক্রেনমারের নিদের্শনায় ইংরেজিতে বাইবেলের অনুবাদের ব্যবস্থা নেয়া হয়। সাধারণ প্রার্থনা (common prayer book) নামক পুস্তকে উপাসনা পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করা হয়। এ ছাড়াও নর্দায়াম্বারল্যান্ডের সময় ৪২ দফা ধর্মনীতি সংকলিত একটি আইনে প্রোটেস্টান্টধর্ম নীতির সংকলিত একটি আইনে প্রোটেস্টান্ট ধর্মনীতিগুলি বিধিবদ্ধ করা হয়। এ্যাংলিকান চার্চকে প্রোটেস্টান্ট চার্চে পরিণত করা হয়। তাঁর সময়ে বিশপদের বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়, বিরুদ্ধবাদীর বিরুদ্ধে আইন শিথিল করা হয়।

৫। রানী ম্যারি টিউডর (১৫৫৩ - ১৫৫৮খ্রিঃ)

রানী ম্যারি ছিলেন অষ্টম হেনরি ও ক্যাথরিনের কন্যা। তার স্বামী স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ ছিলেন ক্যাথলিক ধর্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। সিংহাসনে আরোহনের সময় তাঁর বয়স ছিলো সতের বছর। তাঁর মায়ের ট্রাজেডি তাঁকে সর্বদা ভারাক্রান্ত করে রাখতো। ছোটকাল থেকেই তাঁকে একই শিক্ষা দেয়া হয়েছিল যে, ইংল্যান্ডকে আবার রোমের ক্যথলিক চার্চ প্রতিষ্ঠিত

করতে হবে। তবে তিনি বুঝতে সক্ষম হন নি যে প্রজারা পুনরায় আবার ক্যাথলিক ধর্মে ফিরে যেতে ইচ্ছুক নন।

ম্যারি তাঁর মায়ের মতই গোঁড়া ক্যাথলিকপন্থী ছিলেন বিধায় ১৫৫৩ সালে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি তাঁর লোকদের পূর্ববর্তী ধর্মীয় জীবনে ফিরে যেতে এবং সবাইকে ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত করতে বাধ্য করেন। তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে পোপের আনুগত্য মেনে নেবার আহবান জানান। পূর্বেকার ক্যাথলিক বিরোধী আইন তুলে দিয়ে পুনরায় ইংল্যান্ডে পোপের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। সেই সমস্ত বিশপদের মধ্যে যারা রাজার আধিপত্য মেনে নিয়ে শপথ নিতে অস্বীকার করে তাদের আবার চাকুরিতে পুর্ণবহাল করা হয়েছিলো। প্রায় তিনশত ভিন্ন মতাবলম্বীকে বিধর্মী হিসেবে চিহ্নিত করে পুড়িয়ে মারা হয়। এ ছাড়াও হাজার হাজার প্রোটেস্টান্টকে দেশত্যাগে বাধ্য করে। যেহেতু বিপুলসংখ্যক প্রোটেস্টান্টদের পুড়িয়ে মারা হয়েছিল তাই ইংল্যান্ডের ইতিহাসে তিনি রক্তপিপাসু ম্যারি (Bloody Marry) নামে পরিচিত হলেন।

ম্যারির বৈদেশিক নীতি তাঁর পূর্বপুরুষের নীতি থেকে সরে আসে এবং ক্রমশ বিপদগামী হয়ে পড়ে। তিনি ইংল্যান্ডের ওপর পোপের আধিপত্য বজায় রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন এবং ইংল্যান্ডের স্বার্থকে স্পেনের কাছে বিসর্জন দিয়েছিলেন।

ম্যারি স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন। ম্যারি দ্বিতীয় ফিলিপকে বিয়ে করেছেন এই সংবাদে ইংল্যান্ডে দাঙ্গা হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়। বিশেষত মিডলল্যান্ড এবং ওয়েলসে দাঙ্গা হয়। তবে এত সব বিদ্রোহের পরও ম্যারি ফিলিপকে বিয়ে করেন। ইংল্যান্ড, নেপলস, স্পেন, জেরুজালেম, আয়ারল্যান্ড, সিসিলি, অস্ট্রিয়া, মিলান প্রভৃতি দেশের রাজাও রানী হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়। দ্বিতীয় ফিলিপের সাথে এই বিয়ে রোমের সঙ্গে ঐক্যের পথকে সুগম করে। তিনি ক্যাথলিক ধর্মমতের বিরুদ্ধে আইন বাতিল করে পুরাতন ধর্মকে আবার পুনপ্রতিষ্ঠা করেন।

১৫৫৮ সালে ইংল্যান্ড এক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। নেপলস থেকে স্পেনীয়দের বের করে দেবার লক্ষ্যে পোপ এবং ফ্রান্স ১৫৫৭ সালে দ্বিতীয় ফিলিপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ম্যারি এই যুদ্ধে স্বামীর পক্ষ নেয় এবং ইংল্যান্ড ফ্রান্সের বিরুদ্ধে স্পেনের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধে প্রথমদিকে এ্যাংলো স্যাক্সন শক্তি জয়ী হয়। তবে ১৫৫৮ সালে ক্যালিস অঞ্চলটি ফরাসি সেনাপতি স্যালি কর্তৃক ফ্রান্সের কাছে হস্তগত হয়। এই ক্যালিস অঞ্চলটি ছিলো দীর্ঘ দুইশত বছর ফ্রান্সের বুকে ইংল্যান্ডের শেষ অধিকৃত ভূমি। ক্যালিস হারানোর পর ম্যারি ভীষণভাবে মুষড়ে পড়েন এবং বলেন যে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কবরের উপর যাতে ক্যালিস নামটি লেখা হয়। এ ভাবে ফিলিপের সঙ্গে বিয়ে রাজনৈতিক কি ব্যক্তিগত কোন ভাবেই ম্যারি উপকৃত হন নি।

শেষ জীবনে রানী ম্যারির অসুখী ছিলেন। তাঁর স্বামী তাঁকে ছেড়ে চলে যান। ইংল্যান্ডে রোমান চার্চ বা ক্যাথলিকবাদ পুন:প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই অবস্থায় এলিজাবেথকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে ১৫৫৮ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

৬। রানী এলিজাবেথ (১৫৫৮ - ১৬০৩)

ইংল্যান্ডের জাতীয় জীবন যখন ধর্মীয় বিরোধ দ্বারা বিভ্রান্ত ছিলো তখন তরুণী এলিজাবেথ সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ মানসিক বল ও প্রত্যুৎপন্নমতীসম্পন্ন রানী। এলিজাবেথ ছিলেন অষ্টম হেনরি এবং এ্যানি বোলেনের কন্যা। ১৫৫৮ সালে যখন তিনি সিংহাসনে বসেন তখন তাঁর বয়স ছিল পঁচিশ বছর। তিনি ছিলেন দীর্ঘাঙ্গী, উঁচু গ্রীবাসম্পন্ন খাঁড়া নাক এবং তামাটে রঙের আধিকারীনী। এলিজাবেথ অভূতপূর্ব বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর আচরণ ছিলো রাজসুলভ। সিংহাসনে আরোহনের প্রথম দিন থেকেই তিনি তার জনগণকে মুগ্ধ করে রেখেছিলেন। তার প্রতিটি কার্য, কর্মপন্থা এবং চিন্তা ইংরেজ জাতির স্বার্থ বা উদ্দেশ্যের নিরিখে পরিচালিত হয়েছিল। জনগণ তাঁকে "Good Queen Bose" হিসেবে অভিহিত করতো।

এলিজাবেথ সিংহাসনে আরোহনের সময় থেকেই ইংল্যান্ড নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। সেই সময় গৃহযুদ্ধের হুমকি সমগ্র দেশকে গ্রাস করেছিলো। গোড়াঁ ক্যাথলিকরা এলিজাবেথকে একজন ক্ষমতা দখলকারী হিসেবে ঘোষণা দেয়। আবার প্রোটেস্টান্টরাও তাঁর প্রতি রাগান্বিত ছিলো ম্যারি টিউডরের সময়কার নিষ্ঠুর নির্যাতনের জন্য। ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্টান্টদের দ্বন্দ্ব ছাড়াও ইংল্যান্ড তখন ছিলো অর্থাভাবে জর্জরিত। তবে এলিজাবেথ এই সকল সমস্যার সমাধান করে ইংল্যান্ডকে একটি শক্তিশালী মহান দেশে পরিণত করেন।

রানী এলিজাবেথের সবচাইতে বড় কৃতিত্ব হলো ধর্মীয় সমস্যার সমাধান করা। তাঁর সামনে বহু পথ খোলা ছিলো। তিনি বোন ম্যারির মতো রোমের সঙ্গে সম্পর্ক পুনপ্রতিষ্ঠা করতে পারতেন। ভাই ষষ্ঠ এডোওয়ার্ডের নীতি অর্থাৎ প্রোটেস্টান্ট চার্চ প্রতিষ্ঠা বা তার পিতার মতো সমঝোতামূলক নীতি গ্রহণ করতে পারতেন। তবে তিনি ধর্মের ব্যাপারে যে নীতি অনুসরণ করেন তা এ্যাংলিকানিজম নামে পরিচিত। প্রোটেস্টান্ট এবং ক্যাথলিক এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য এলিজাবেথ উগ্র প্রোটেস্টান্ট মতকে কতক পরিমাণে নরম করেছিলেন। এভাবে উভয় পক্ষে সমঝোতা বা মধ্যপন্থা নীতির মাধ্যমে দুই দলকেই খুশি করতে চেয়েছেন এবং চিরস্থায়ীভাবে ইংল্যান্ড ধর্ম সমস্যার সমাধান করে।

এলিজাবেথ পার্লামেন্টের মাধ্যমে ধর্ম সংক্রান্ত আইনগুলি পাশ করেন। আইন পাশ করে তিনি ইংল্যান্ডের চার্চকে রোমের পোপ থেকে বিচ্ছিন্ন করেন এবং রাজকীয় কতৃত্ববাদ পুনরুদ্ধার করেন। প্রাধান্যের আইন (Act of Supremacy) দ্বারা তিনি পোপের প্রাধান্য খর্ব করেন। এলিজাবেথকে চার্চের প্রধান নিযুক্ত করা হয়। পিতার ন্যায় সর্বোত্তম প্রধান (Supreme Head) এর বদলে সর্বোচ্চ শাসক (Supreme Governor) এর পদবী গ্রহণ করেন। ক্রেনমারের পুরস্কারকৃত (A Book of Common Prayer) বইটি আবার প্রকাশিত হয়। এছাড়াও এ্যাক্ট অব ইউনিফরমিটি (Act of Uniformity) দ্বারা ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের প্রার্থনা পুস্তক প্রচলন করা হয়। এছাড়া বাইবেলই হবে খ্রিস্ট ধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ এই নীতি অনুসরণ করা হয়।

এভাবে বলা যায় প্রোটেস্টান্ট ধর্মনীতি প্রবর্তন হলেও তা করা হয়েছিল ক্যাথলিক ধর্মীয় কাঠামোর মধ্যে। অর্থাৎ ক্যাথলিক ধর্মীয় বিশ্বাসের অবয়বে প্রোটেস্টান্ট ধর্মমতসমূহ

কার্যসম্পাদনা করতে থাকে। তাঁর এই বন্দোবস্ত এলিজাবেথীয় বন্দোবস্ত বা এ্যাংলিকানিজম (Anglicanism) নামে পরিচিত হয়।

রানী এলিজাবেথের শাসনের অধিকাংশ সময়ই ক্যাথলিক পন্থীরা ইংল্যান্ডে পুনরায় ক্যাথলিক ধর্মের প্রবর্তন ও পোপের প্রাধান্য স্থাপনে ইচ্ছুক ছিলো। তাঁর ধর্মীয় বন্দোবস্ত প্রথম বারো বছর সাফল্য অর্জন করলেও ১৫৭০ সাল থেকে তা বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। ১৫৭০ সালে পোপ তাঁকে সমাজচ্যুত বা গির্জার সংশ্রব থেকে বঞ্চিত করেন। অপরদিকে ১৫৭১ সালে রানী আইন পাশ করেন যে পোপের কথা প্রতিষ্ঠিত ধর্মের বিরুদ্ধে হলে তাকে ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হবে।

এ ছাড়াও তাঁর বিরুদ্ধে ক্যাথলিকদের বহু ষড়যন্ত্র সংগঠিত হয়েছিলো। এদের মধ্যে প্যাপিস্ট ডিসেনটারস, কনফারমিস্ট, ক্যাথলিক প্রেসব্যাটারিয়ান এবং পিউরিটানবাদী উল্লেখযোগ্য। এলিজাবেথের বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্রের মূলে ছিলো ম্যারি স্টুয়ার্ট যিনি ছিলেন স্কটল্যান্ডের রানী। তবে রানী এলিজাবেথ এই সমস্ত ষড়যন্ত্র নির্মূল করতে নিজের অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে সক্ষম হন।

খ) এলিজাবেথের বৈদেশিক নীতি

এলিজাবেথের বৈদেশিক নীতি ছিলো শান্তির সপক্ষে। তার সকল নীতি জাতীয় স্বার্থে ব্যবহৃত হয়। এলিজাবেথের মূল লক্ষ্যই ছিল ইংল্যান্ডকে যে কোনো যুদ্ধ থেকে দূরে রাখা এবং বিদেশী শক্তির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা। ফ্রান্স এবং স্পেন এই দুই দেশের যৌথ আক্রমণের ভয়ে তিনি আতংকগ্রস্ত ছিলেন। তিনি এই দুই দেশের সঙ্গে ছলে বলে কৌশলে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বাজায় রাখার চেষ্টা করতেন। ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধের সুযোগে স্কটল্যান্ডে দ্বন্দ্ব সংঘাত উসকিয়ে দেয়া হয় এবং স্পেনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের মাধ্যমে তিনি তাঁর বৈদেশিক নীতি পরিচালিত করেন।

যখন এলিজাবেথ সিংহাসনে বসেন ইংল্যান্ড তখনও ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলো। ফ্রান্স তখন গাইস পরিবার কর্তৃক শাসিত হতো। এই পরিবার এলিজাবেথের বদলে স্কটল্যান্ডের ম্যারি স্টুয়ার্টকে ইংল্যান্ডের বৈধ উত্তরাধিকারী মনে করেন। দুটি কারণে এলিজাবেথ ক্যালিস পুনরুদ্ধারে চেষ্টা করেন। **প্রথমত,** ফ্রান্স ও স্কটল্যান্ড একত্রিত হলে তাঁর জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। **দ্বিতীয়ত,** ক্যালিস ছিলো ইউরোপের বুকে ইংরেজদের শেষ পদচিহ্ন। এলিজাবেথ ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধের সুযোগে হিউগিনটদের সঙ্গে গোপন চুক্তি সম্পাদন করেন। এর পরিবর্তে ক্যালিস ফিরে পেতে ইচ্ছুক হন। ক্যালিস উদ্ধারের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তবে ১৬৫৭ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের অবস্থার উন্নতি হতে থাকে। স্কটল্যান্ড স্পেনের ক্রমবর্ধমান উত্থান এবং পোপ কর্তৃক ১৫৭০ সালে এক্সকম্যুনিকেশন ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড কাছাকাছি চলে আসে।

এই মৈত্রীর ফলে ফ্রান্সের ডিউক অব আনজুর সঙ্গে ১৫৭২ সালে এলিজাবেথকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হয়। এলিজাবেথ এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তবে এরই মধ্যে বার্থলোমিওর দিন প্যারিস এবং প্যারিসের বাইরে দশ হাজার হিউগিনটকে হত্যা করা হয়। এই হত্যাযজ্ঞের পর ১৫৭২

সালে স্বাক্ষরিত ব-াইস চুক্তি ভঙ্গ না করলেও এলিজাবেথ বলেন যে, প্রোটেস্টান্টদের হত্যা করার পর ডিউক আনজুকে বিয়ে করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে তিনি এমন ধারণা সৃষ্টি করেন যে ডিউক এলিনকন ডিউগিনটদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ না হলে কেবল তাঁকে বিয়ে করতে রাজি আছেন।

ইংল্যান্ড তথা এলিজাবেথের সঙ্গে স্কটল্যান্ডের সম্পর্ক কমই সুখকর ছিলো। ফরাসিরা স্কটল্যান্ডের রাজনীতি নিয়ন্ত্রন করতো। স্কটল্যান্ডে ফ্রান্সের গাইস পরিবারের দারুণ প্রভাব ছিলো। ১৫৬১ সালে ম্যারি স্টুয়ার্ট ফ্রান্স থেকে স্কটল্যান্ডে আসেন এবং তাঁকে এলিজাবেথের উত্তরাধিকারী হিসেবে ঘোষণা করার অনুরোধ করলে এলিজাবেথ তা অস্বীকার করেন। এতে স্কটল্যান্ড এবং ইংল্যান্ড এই দুই দেশের মধ্যে ক্যাথলিকরা তাঁকে হত্যা করতে এগিয়ে আসে। ইতিমধ্যে ম্যারি ডারনবিকে বিয়ে করেন। তবে ডারবিন নিহত হন এবং ম্যারি এরপর বথওয়েলকে বিয়ে করলে তাঁর প্রজারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তাঁর পুত্র ষষ্ঠ জেমসের পক্ষে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। এই পরিস্থিতিতে ম্যারি ইংল্যান্ডে পালিয়ে আশ্রয় নিলে এলিজাবেথ উভয় সঙ্কটে পড়েন। ইর্য়ক এবং ওয়েস্ট মিনিস্টারে তার স্বামী ডারনবিকে হত্যার বিচার শুরু হলেও সঠিক প্রমাণ না পাওয়ায় ১৬৫৯ সালে এলিজাবেথ তাঁকে বাঁচিয়ে দেন এবং ইংল্যান্ডে বন্দী হিসেবে থাকেন। তবে ইংল্যান্ডের ক্যাথলিকরাও তাঁর মুক্তির জন্য এবং এলিজাবেথকে হত্যা করে ম্যারিকে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করতে থাকে। ১৫৭১ সালে রিডলফি প্লট, ১৫৮৩ সালে থমসন প্লট এবং শেষে ১৫৮৬ সালে বিখ্যাত ব্যারিংটন পরিকল্পনায় এলিজাবেথকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়। এই ব্যারিংটন প্লটে ম্যারির জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। শেষে তাঁকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। ক্যাথলিকরা তাঁর মৃত্যুতে মাতম শুরু করে এবং আশা করা হয় যে এই অবস্থায় স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবেন। তবে এর বদলে স্পেনের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে যা সমগ্র ইংল্যন্ডে জাতীয়তাবাদী চেতনার সৃষ্টি করে। ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্টান্ট উভয়েই এই যুদ্ধে এলিজাবেথের পাশে এসে দাঁড়ায়।

১৫৭০ সালে রোমের পোপ রানী এলিজাবেথকে খ্রিস্টান জগত থেকে বিচ্ছিন্ন করে। স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ ইংল্যান্ডকে ক্যাথলিক ধর্মমতে নিয়ে আসার জন্য সকল প্রকার চেষ্টা করেছিলেন। এমন কি এলিজাবেথকে হত্যা করে স্কটল্যান্ডের ম্যারি স্টুয়ার্টকে ইংল্যান্ডের সিংহাসনের বসানোর বহু চেষ্টা করা হয়।

তাঁর রাজত্বের প্রথমদিকে এলিজাবেথের সঙ্গে স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় ছিলো। তখন ইংল্যান্ডের সঙ্গে ফ্রান্স যুদ্ধে লিপ্ত ছিলে। একই সঙ্গে স্পেনের বিরুদ্ধে এলিজাবেথের যুদ্ধ করা হতো বিরাট ভুল। তাই এলিজাবেথ দ্বিতীয় ফিলিপের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ফিলিপও দ্বিতীয় এলিজাবেথকে বিয়ে করার আশায় ক্যালিস উদ্ধারে তাঁকে সহায়তা করেন। দ্বিতীয় ফিলিপ এর প্রতিনিধি বা দূত এলিজাবেথের নিরাপত্তা দেখতো। তবে এই অবস্থায় বেশি দিন চলে নি। দুই দেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব ক্রমশ বাড়তে থাকে। দ্বিতীয় ফিলিপ ইংল্যান্ডে ক্যাথলিকবাদের সহায়তায় এলিজাবেথকে সরাতে উঠে পড়ে লাগে। অপরদিকে নেদারল্যান্ডের বিদ্রোহীদের প্রতি ইংল্যান্ডবাসীর সহানুভুতি ছিলো যারা স্পেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলো, এলিজাবেথ তাঁদের গোপনে সাহায্য দিতো। এ ছাড়াও দুই দেশের মধ্যে সংঘাতের

অর্থনৈতিক কারণও ছিলো। ম্যারি স্টুয়ার্টের মৃত্যুর পর অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। ঐ বছরই স্পেন কর্তৃক ইংল্যান্ড আক্রমণের কথা ছিলো। তবে রবার্ট ড্রেক কার্ডিজে স্পেনীয় জাহাজ (প্রায় ত্রিশটি) অগ্নিদগ্ধ ও ধ্বংস করলে স্পেনের আক্রমণের সম্ভাবনা পিছিয়ে যায়।

এভাবে দুই পক্ষই সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে থাকে। জনহকিন্স এর নেতৃত্বে ব্রিটিশরা নৌবাহিনী পুনর্গঠন করে। পুরানো বৃহতাকার জাহাজের বদলে দ্রুতগামী ছোট গ্যালন জাহাজ প্রস্তুত করে। অপরদিকে দ্বিতীয় ফিলিপ তাঁর বিখ্যাত বিশাল অজেয়, দুর্ভেদ্য রণপোত বহর বা আর্মাডা নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন। তাঁর বিশাল রণপোতের মধ্যে ছিলো ১৬০টি নৌকা (৪টি এক পাটাতন বিশিষ্ট পাল দাঁড় দিয়ে চালানো জাহাজ বা গ্যালি) ২৫০০ বন্দুক, ৮০০০ নাবিক, ২২,০০০ সৈন্য এবং ৭ হাজার স্বেচ্ছাসেবক। এটি ডিউক অব মেডোনার নেতৃত্বে ইংরেজ বাহিনীকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়।

১৫৮৮ সালের মে মাসে স্পেনিশ রণপোত বহর লিসবন ত্যাগ করে এবং ফ্লেমিশ বন্দর (নেদারল্যান্ডের) সম্মুখে উপস্থিত হয়। সেখানে প্রায় ১৭,০০০ স্পেনীয় সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলো। অপরদিকে লর্ড হার্ডওয়ার্ডের নেতৃত্বে এগিয়ে যায়। প্রচন্ড ঝড়ের কারণে জাহাজ তার গন্তবে পৌঁছায় বহু দেরিতে (জুলাই)। ইংরেজদের জাহাজগুলি বৃহৎ স্পেনিশ জাহাজ ডুবিয়ে দেয়। ব্রিটিশদের জাহাজ আকারে ছোট হওয়ায় আক্রমণে তাদের সুবিধা হয়। গ্রাডিলাইনসের যুদ্ধে স্পেনিশরা পরাজিত হয় এবং প্রচন্ড ঝড় জাহাজ গুলিকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। দ্বিতীয় ফিলিপ আশা করেছিলেন যে ইংরেজ জাতি যেহেতু বিভক্ত তাই এলিজেবেথের বিরুদ্ধবাদীরা তাঁকে সাহায্য করবে। তবে তেমন কিছু হয় নি। বরং এই যুদ্ধে ইংল্যান্ডের জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত হয়ে উঠে। প্রোটেস্টান্ট এবং ক্যাথলিক দুই পক্ষই রানীর পাশে দাঁড়ায়। এ্যাংলো-স্পেন যুদ্ধ ১৬০৪ সাল পর্যন্ত চলে, তবে কোনো পক্ষই চ ড়ান্ত জয় লাভ করতে পারে নি। তবে স্পেনের জন্য এই যুদ্ধে তার সম্পদ এবং অর্থ নিঃশেষ করে দেয়। পরবর্তী রাজা প্রথম জেমস স্পেনের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করে ইংরেজ সিংহাসনে বসার জন্য। আমার্ডার পতন একটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারী ঘটনা। এটি ইংল্যান্ডকে ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি এবং ইংল্যান্ডকে সমুদ্রের একছত্র রানী হিসেবে ঘোষণা করে। এলিজাবেথের ধর্মীয় সংস্কার এতে পূর্ণতা পায় এবং এই যুদ্ধের পর ক্যাথলিক আক্রমণের ভীতি দূর হয়। অপরদিকে স্পেনের জন্য এটি ছিলো চূড়ান্ত পতন। এরপর তাঁর মহাদেশে দীর্ঘকালীন শ্রেষ্ঠত্ব এবং একচ্ছত্র কর্তৃত্ব নষ্ট হয়।

রানী এলিজাবেথের যুগ ইংল্যান্ডের ইতিহাসে এক স্বর্ণযুগ। এই সময় ইংল্যান্ড জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি সকল ক্ষেত্রেই গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত হয়। সারা বিশ্বে ইউনিয়ন জ্যাক এর পতাকা উড়তে থাকে। তাঁর প্রতিভাবান উপদেষ্টা ছিলেন স্যার উইলিয়াম সিসিল, রবার্ট ভাত্তালি, স্যার নিকোলাস ও স্যার ফ্রান্সিস ওয়াশিংটন। এলিজাবেথের সময় ইংরেজি সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য, ঔপনিবেশ প্রতিষ্ঠা সর্বক্ষেত্রেই সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত হয়। এডমন্ড স্পেনসার, শেক্সপিয়ার, বেনজনসন খ্রিস্টোফার মারলো, স্যার ফ্রান্সিস বেকন সাহিত্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় অবদান রাখেন। সঙ্গীতে জনসন ও হেরিক জনপ্রিয় ছিলেন। স্থাপত্য শিল্পে গথিক রীতির পরিবর্তে ইতালির ক্লাসিক প্রবর্তিত হয়। এ

ছাড়াও এলিজাবেথের সময় ইংল্যান্ডের নৌবাণিজ্যের জয়যাত্রা সূচিত হয়। এর ফলে দ্রুত ইংল্যান্ডের উপনিবেশ গড়ে উঠে।

রানী এলিজাবেথ ইউরোপ তথা ইংল্যান্ডের শ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছেন। কোনো শাসক তাঁর মতো এতো বেশি সমস্যার সম্মুখীন হননি এতো যোগ্যতা এবং সাফল্যের সঙ্গে দমন করার ক্ষমতাও রাখেন নি। ব্যক্তিগতভাবে তিনি পছন্দনীয় এবং আর্কষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর জীবনা যাপন পবিত্রম দেশের প্রতি ভালবাসা তাঁকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলো। এলিজাবেথ নিজেই নিজের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। প্রায় ৪৫ বছর যুদ্ধ এবং শান্তির মধ্যে তিনি যোগ্যতার সঙ্গে দেশ শাসন করেন। তিনি ছিলেন রেনেসাঁসের সন্তান। তিনি ধর্মকে কোলেট, এ্যারাসমাস এর চেতনা দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। ধর্মবিষয়ের স্থায়ী বন্দোবস্ত এবং ইংল্যান্ডকে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী দেশ হিসেবে পরিণত করার ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ শাসকদের অন্যতম ছিলেন রানী এলিজাবেথ।

সারসংক্ষেপ

শক্তিশালী রাজতন্ত্রের যুগে ইংল্যান্ড টিউটর রাজবংশের উত্থান এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই রাজবংশের রাজারা সকলেই দক্ষতা এবং যোগ্যতার সঙ্গে ইউরোপের রাজনীতি এবং ইংল্যান্ডের অবস্থানকে সুসংহত করেন। ইউরোপে ধর্মকেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব সংঘাত অর্থাৎ ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্টান্ট দ্বন্দ্ব সংঘাত তাদের প্রত্যেকের শাসনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। তবে এরা সবাই শক্তিশালী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ধর্মের প্রভাবকে উপড়ে ফেলে দিয়ে রাজার একচছত্র অধিপত্য বা কর্তৃত্ববাদী শাসন প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়। সপ্তম হেনরি ইউরোপীয় রাজনীতিতে ইংল্যান্ডের অংশ গ্রহণের পথ সূচনা করেন। অষ্টম হেনরি ধর্মীয় সংস্কারের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে শক্তিশালী নীতি অবলম্বনের মাধ্যমে ইংল্যান্ডকে ইউরোপীয় শক্তির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন। এডোওয়ার্ড এবং রানী ম্যারির সময় ধর্মীয় সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়। রানী এলিজাবেথের সময় ইংল্যান্ড সর্বশ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় শক্তিতে পরিণত হয়। ধর্মক্ষেত্রে স্থানীয় সমস্যা, অভ্যান্তরীণ ক্ষেত্রে রেনেসাঁস যুগের ব্যাপক সংস্কার এবং পররাষ্ট্রনীতিতে ইউরোপের একচছত্র শক্তি স্পেনকে পরাজিত করে তিনি ইংল্যান্ডকে ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ নৌবাণিজ্যিক শক্তিতে পরিণত করেন। এই সময় থেকে ইংল্যান্ড ইউরোপে একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

প্রশ্নোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। টিউডর রাজবংশের প্রতিষ্ঠতা ছিলেন কে ?

ক) অষ্টম হেনরি　　খ) রানী ম্যারি
গ) এডোওয়ার্ড　　ঘ) সপ্তম হেনরি

২। কোন আইনের মাধ্যমে রাজাকে ইংল্যান্ডের চার্চের সর্বোচ্চ শাসক হিসেবে গ্রহণ করা হয়?

ক) এ্যাক্ট অব সুপ্রিমেসি　　খ) দশ শর্তের আইন
গ) ছয় শর্তের আইন　　ঘ) এ্যানাট আইন

৩। টিউডর কোন রাজার সময়ে ইংল্যান্ডে সত্যিকার অর্থে প্রোটেস্টান্ট ধর্ম প্রবর্তিত হয়?

ক) অষ্টম হেনরি　　খ) এলিজাবেথ
গ) এডওর্য়াড　　ঘ) সপ্তম হেনরি

৪। অষ্টম হেনরির পররাষ্ট্র মন্ত্রীর নাম কি ছিলো?

ক) কার্ডিনাল রিশুল্য　　খ) ল্যাটিমার
গ) রিডলি হুপার　　ঘ) ওলজি

৫। রানী ম্যারিকে কোন উপাধিতে ভুষিত করা হয়?

ক) মহান রানী ম্যারি　　খ) রক্তপিপাসু ম্যারি
গ) ডাকিনী ম্যারি　　ঘ) জনগণের সেবক রানী ম্যারি

৬। রানী ম্যারি বিয়ে করেন?

ক) ফ্রান্সের প্রথম ফ্রান্সিসকে　　খ) রোমান সেনাপতি ম্যাক্সিমিলানকে
গ) স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপকে　　ঘ) স্কটল্যান্ডের দ্বিতীয় হেনরিকে

৭। রানী এলিজাবেথের সময়ে কোনটিকে ইংল্যান্ডের জাতীয় ধর্ম হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়?

ক) ক্যাপটিমিডমে　　খ) এ্যাংলিকানিজম
গ) প্রোটেস্টান্ট　　ঘ) ক্যাথলিক

৮। ক্যাথলিকরা স্কটল্যান্ডের কোন রানীকে ইংল্যান্ডের বৈধ শাসক মনে করতো?

ক) ম্যারি গাইস　　খ) দ্বিতীয় হেনরী
গ) প্রথম ফ্রান্সিস　　ঘ) ম্যারি স্টুয়ার্ট

৯। ইংল্যান্ড কত সালে অজেয় আর্মাডার পতন ঘটাতে সক্ষম হয়?

ক) ১৫৮২　　খ) ১৫৮৪
গ) ১৫৮৮　　ঘ) ১৫৮৬

১০। রানী এলিজাবেথ দীর্ঘ কত বছর শাসন করেন?

ক) ৪২ বছর খ) ৪৮ বছর

গ) ৪৪ বছর ঘ) ৪৫ বছর

উত্তর : ১। (ঘ), ২। (ক), ৩। (ঘ), ৪। (ঘ), ৫। (খ), ৬। (গ), ৭। (খ), ৮। (ঘ), ৯। (গ), ১০। (ঘ)।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। টিউডর রাজবংশের উত্থান সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২। ষষ্ঠ এডোয়ার্ডের ধর্মনীতি ব্যাখ্যা করুন।

৩। টিউডর রানী ম্যারিকে কেন 'রক্তপিপাসু ম্যারি' নামে আখ্যা দেয়া হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। সপ্তম আভ্যরীণ ও বৈদেশিক নীতি মূল্যায়ন করুন।

২। অষ্টম হেনরি ধর্মনীতির কোনপন্থা অবলম্বন করেন? ইউরোপীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে এই সময় ইংল্যান্ডের অবস্থান কি ছিলো।

৩। রানী এলিজাবেথের চরিত্র এবং কৃতিত্ব বর্ণনা করুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। T F Tout, An Advanced History of Great Britain

২। Vidya Dhar Mahajan., England Since 1485

৩। Carlton, J H Hayes, Modern Europe to 1870

৪। Thomas P Neil, A History of Western Civilization, Vol. II From 1600 to the present

৫। ড. কিরণচন্দ্র চৌধুরী, আধুনিক ইউরোপ (১৬৪৮ - ১৮৭০ খ্রী:)

পাঠ - ২

ক্রমওয়েলের উত্থান পতন

এই পাঠ শেষে আপনি -

- ক্রমওয়েলের উত্থান পূর্ববর্তী যুগের রাজা হিসেবে প্রথম জেমসের নীতিসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- রাজা প্রথম জেমসের পর প্রথম চার্লসের শাসন এবং পালামেন্টের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন;
- ক্রমওয়েলের উত্থান এবং কমনওয়েলথ-এর কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- প্রোটেকটোরেট বা রাষ্ট্ররক্ষক হিসেবে ক্রমওয়েলের বিভিন্ন নীতি বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- ওলিভার ক্রমওয়েলের পররাষ্ট্র নীতি মূল্যায়ন করতে পারবেন;
- ক্রমওয়েলের মৃত্যু, পিউরিটান বিপ্লবের সমাপ্তি এবং ইংল্যান্ডে রাজতন্ত্রের পুনপ্রতিষ্ঠা সম্পর্কে অবহিত হবেন।

ভূমিকা

ইংল্যান্ডে টিউডরদের পরে স্টুয়ার্ট বংশের উত্থান হয়। স্টুয়ার্ট রাজা প্রথম জেমসের পতনের পর ক্রমওয়েল হন ইংল্যান্ডের রাষ্ট্র প্রধান। রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা দূর করে তিনি ইংল্যান্ডকে একটি প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেন। এটিকে মধ্যবর্তী অবস্থা নামে অভিহিত করা হয়। এটি ইংল্যান্ডের অন্যতম আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা।

টিউডর রাজবংশের পরে ইংল্যান্ডে স্টুয়ার্ট রাজবংশের উত্থান ঘটে এবং বেশ কয়েক বছর সেই শাসন অব্যাহত থাকে। টিউডররা স্বেচ্ছাচারী হলেও জনপ্রিয় ছিলেন। তবে স্টুয়ার্ট রাজবংশের স্বৈরাচারী মনোভাব ইংল্যান্ডের জনগণ সেই অর্থে গ্রহণ করে নি। টিউডরদের জনপ্রিয়তার মূল কারণসমূহের মধ্যে ছিলো এলিজাবেথের রাজত্বকালে বৈদেশিক আক্রমণের ভীতি দূর হওয়া এবং রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের ফলে ক্রমেই ইংরেজদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত হওয়া। টিউডর রাজাদের নেতৃত্বের গুণাগুণ, যোগ্যতা, জ্ঞান, শক্তি, সাহস ইংল্যান্ডবাসীর শ্রদ্ধাও সম্মান অর্জন লাভে সমর্থ হয়। তবে স্টুয়ার্টরা টিউডরদের মতো ততোটা জনপ্রিয় ছিলো না।

রানী এলিজাবেথের মৃত্যুর পর স্কটল্যান্ডের রাজা ষষ্ঠ জেমস প্রথম জেমস উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি ছিলেন স্কটল্যান্ডের রানী মেরির পুত্র।

১। প্রথম জেমস : (১৬০৩ - ১৬২৫)

প্রথম জেমস ইংরেজ তথা ইউরোপের রাজতন্ত্রের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা বিদ্যান ব্যক্তি বলে বিবেচিত। তবে তিনি বিদ্যান, দয়ালু সৎবুদ্ধিসম্পন্ন হলেও রাজকার্যের জন্য যে দূরদর্শিতা,

বিচক্ষণতা ও বিচারবুদ্ধির প্রয়োজন সেগুলির কোনটাই তার মধ্যে ছিলো না। এ জন্যে তাকে "খ্রিস্টান জগতের পন্ডিত মূর্খ" নামে আখ্যা দেয়া হয়। প্রথম জেমস ঈশ্বর প্রদত্ত রাজতান্ত্রিক ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন। সুতরাং, তার বিরুদ্ধে যে কোনো প্রতিরোধকে তিনি কঠোরভাবে দমন করতেন। প্রথম জেমসের সঙ্গে পার্লামেন্টের দ্বন্দ্বের মূল কারণ ছিলো।
১) তার সিংহাসনে আরোহনের সময় ইংরেজ জাতির মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতানা বৃদ্ধি পাওয়ায় জনগণ ঈশ্বর প্রদত্ত স্বৈরাচারী শাসন নির্বিবাদে মেনে নিতে রাজি ছিল না।

২। প্রথম জেমসের সময় রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের চেয়েও ধর্মনৈতিক দ্বন্দ্ব জটিল আকার ধারণ করে। ক্যাথলিকরা ভেবেছিলো যে তিনি ধর্মের ব্যাপারে তাদের পক্ষ অবলম্বন করবেন এবং পিউরিটানবাদীদের সপক্ষে ধর্মসংস্কার করতে রাজি হবেন। এভাবে ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতা, নতুন কর প্রবর্তন, পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে প্রথম জেমস ও পার্লামেন্টের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। প্রথম জেমসের আমলে ১৬০৪ সালে প্রথম পার্লামেন্ট, ১৬১৪ সালে দ্বিতীয় পার্লামেন্ট, ১৬২১ সালে তৃতীয় পার্লামেন্ট এবং ১৬২৪ সালে চতুর্থ পার্লামেন্ট বসে। মূলত জেমসের আমলে পালামেন্ট রাজার যে সব ক্ষমতা খর্ব করে তা হলো :

ক. রাজার একচেটিয়া ক্ষমতা ব্যবহারের অধিকার;
খ. কমন্স সভা স্ফীত করার প্রাচীন অধিকার;
গ. রাজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে শাসন সংক্রান্ত যে কোনো আলোচনা করার অধিকার দাবি করে;
ঘ. রাজার আইনবহির্ভূত কর ও শুল্ক স্থাপনের বিরুদ্ধে তীব্র মতামত জানায়।
ঙ. কমন্সসভা নির্বাচন সংক্রান্ত অভিযোগের চূড়ান্ত মীমাংসার ক্ষমতা আদায় করতে সমর্থ হয়।

জেমস শান্তির সপক্ষে ছিলেন। রানী এলিজাবেথের আমলে স্পেনের সঙ্গে যে যুদ্ধ চলছিলো তা তার আমলে শেষ হয় (১৬০৪)। ত্রিশ বছর ব্যাপী যুদ্ধে তিনি প্রোটেস্টান্টদের পক্ষে ছিলেন না, যদিও তার জামাতা প্যালাটিনেট এর রাজা ফ্রেডারিখ তার কাছে সাহায্য সহযোগিতা চেয়েছিলেন। ১৭০৭ সাল পর্যন্ত দুটি দেশ আলাদা ছিলো।

প্রথম জেমসের সময় থেকেই বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি বৃদ্ধি পেয়ে ভারতের সুরাট, মসলিপট্রমে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। উত্তর আমেরিকায় ইংরেজ ঊপনিবেশের গোড়াপত্তন শুরু হয়।

এভাবে প্রথম জেমস পার্লামেন্টের সঙ্গে দ্বন্দ্ব এবং রাজার ক্ষমতা শক্তিশালীকরণের প্রচেষ্টার মাধ্যমে ১৬২৫ সাল পর্যন্ত শাসন পরিচালনা করেন।

২। প্রথম চার্লস (১৬২৫ - ১৬৪১)

১৬২৫ সালে পিতার মৃত্যুর পর প্রথম চালর্স সিংহাসনে আরোহন করেন। প্রথম চালর্স তার পিতা জেমসের মতো প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন। তাঁর শাসনকে চার ভাগে ভাগ করা হয়।

১। ১৬২৫ সালে থেকে ১৬২৯ সাল ছিলো প্রথম পর্ব। এই সময় রাজা বিভিন্ন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন এবং পার্লামেন্টের সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমশ উত্তপ্ত হতে থাকে;
২। ১৬২৯ থেকে ১৬৪০ সালের মধ্যবর্তী সময় প্রথম চালর্স পার্লামেন্ট ছাড়াই দেশ শাসন করেন;
৩। ১৬৪০ থেকে ১৬৪২ সালে তৃতীয় পর্বে স্বল্প এবং দীর্ঘ পার্লামেন্ট;
৪। দুটি গৃহযুদ্ধে (১৬৪২ - ১৬৪৯) প্রথম চার্লসের মৃত্যুদন্ড দেয়া হয় এবং ক্রমওয়েল সিংহাসনে আরোহন করেন।

পিতার ন্যায় প্রথম চালর্স ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন। মূলত পার্লামেন্টের সঙ্গে দ্বন্দ্বের মূল কারণ ছিলো :
ক) একদিকে রাজার ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতায় বিশ্বাস, অপরদিকে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি;
খ) পিউরিটানবাদীদের উপর অত্যাচার এবং বিশপযুদ্ধে পার্লামেন্টের সঙ্গে দ্বন্দ্ব;
গ) পার্লামেন্টের বিনা অনুমতিতে কর আদায়ে বিরোধ সৃষ্টি;
ঘ) পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রেও পার্লামেন্ট এবং চার্লসের মধ্যে বিরোধ।

স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের খরচ সংকুলানের জন্য চালর্স প্রথম পার্লামেন্ট আহবান করেন ১৫২৬ সালে। টনেজ এবং পাউন্ডেজ নামক কর থেকে প্রাপ্ত অর্থ মাত্র এক বছরের জন্য মঞ্জুর করলে ক্ষুদ্ধ হয়ে রাজা পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেন।

প্রথম পার্লামেন্ট দুটো সাবসিডাইস বা অর্থপ্রাপ্তির পরও যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং ডিউক অব বাকিংহামকে স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনার ভার দেন। তবে বাকিংহামের নেতৃত্বে অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। কমন্স সভা বাকিংহামকে ইম্পীচ করতে উদ্যত হলে কমন্সসভা ভেঙ্গে দেয়া হয়। পরবর্তী দুই বছর চালর্স পার্লামেন্টের অনুমোদন ভিন্ন জোরজবরদস্তিমূলকভাবে অর্থ সংগ্রহ করতে থাকেন।

১৬২৯ সালে চালর্স অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা দূর করার জন্য আরো একটি পার্লামেন্ট ডাকলে রাজার অবৈধ অর্থ আদায়ের তীব্র প্রতিবাদ করে। এই পার্লামেন্ট কমন্সসভা তাঁর বিখ্যাত অধিকার তথা আবেদনপত্র বিল বা পিটিশন অব রাইট বিল পাশ করে-যার নীতিমালাসমূহের মধ্যে ছিলো-

ক) কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে কাউকে বন্দী করা যাবে না। এটি 'হ্যাবিয়েস কপার্স' আইন নামে পরিচিত হয়।
খ) অনুমোদন ব্যতীত জোর জবরদস্তিমূলক কর আদায় করা যাবে না। এরই মধ্যে বাকিংহাম ১৬২৮ সালের ২৩ মে গুপ্ত হত্যার শিকার হন। তৃতীয় পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেবার পর চালর্স এগারো বছর পার্লামেন্টের অধিবেশন ছাড়াই দেশ শাসন করেন যা ব্যক্তিগত শাসন নামে পরিচিত। নানা উপায়ে তিনি অর্থ সংগ্রহ শুরু করেন।

১) টনেজ পাউন্ডেজ নামক শুল্ক;

২) যাদের সম্পত্তির বাৎসরকি আয় বিশ পাউন্ড ছিল অর্থের বিনিময়ে তাদের নাইট উপাধি গ্রহণ করতে বাধ্য করা;
৩) অভিযুক্ত ব্যক্তিদের উচ্চহারে কর আদায় করা;
এই কর আরোপে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

ধর্মনীতি

অর্থনৈতিক সমস্যা ছাড়াও ধর্মীয় ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দেয়। ধর্মীয় ব্যাপারে তার পরামর্শদাতা আর্চবিশপ উইলিয়াম লিস এ্যাংলিকান মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তবে তিনি ইংল্যান্ডের লোক ছিলেন। উইলিয়ামের মূলনীতি ছিলো পিউরিটানবাদীদের নিশ্চহ্ন করে নিজ ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করা।

স্কটল্যান্ড

স্কটল্যান্ডে উইলিয়ামের নীতি সমালোচিত হয়েছিলো। স্কটল্যান্ডবাসীরা ছিলো প্রেসব্যাটারিয়ানপন্থী। সেখানে স্কটিশ প্রেসব্যাটারিয়ান চার্চে তিনি সংস্কার আনতে উদ্যোগী হলেন। নতুন প্রার্থনা বই বিশপদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ১৬৩৯ থেকে ১৬৪০ সালে বিশপের যুদ্ধ শুরু হয়। ১৬৩৯ সালে জুন মাসে বিশ হাজার লোক স্কটল্যান্ডের সীমান্তে চলে আসে। চালর্স পরাজিত হয় এবং বারইউকের সন্ধি নামে একটি অপমানজনক চুক্তি সাক্ষরে বাধ্য হন।

স্কটল্যান্ডের বিদ্রোহ দমনের ব্যর্থতায় ১৬৪০ সালে অর্থাভাবে আরো একটি পার্লামেন্ট পুনরায় আহবান করেন। তবে পূর্বের অভিযোগ দূর না হওয়া পর্যন্ত পার্লামেন্ট এক কপর্দক ও দিতে রাজি হলো না। চার সপ্তাহে তর্কযুদ্ধের পর অধিবেশন মুলতবি হয়ে যায়। ক্ষণস্থায়ী হওয়ায় এটিকে ক্ষণস্থায়ী পার্লামেন্ট বলে অভিহিত করা হয়।

ক্ষণস্থায়ী পার্লামেন্ট থেকে অর্থের কোনো সমাধান না পেয়ে ১৬৪০ সালে চালর্স আরো একটি অধিবেশন আহবান করেন যা দীর্ঘ পার্লামেন্ট নামে অভিহিত হয়ে আছে। এটি ১৬৪০ থেকে ১৬৬০ পর্যন্ত কার্যকর ছিলো।

দীর্ঘ পার্লামেন্ট ইংল্যান্ডের রাজাকে পার্লামেন্টের অধীনে নিয়ে আসতে সাহায্য করে এবং রাজার স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এ সময়কালকে তিন পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে।

১। পার্লামেন্টের সদস্যদের মধ্যে ঐক্য;
২। সদস্যদের মধ্যে মতানৈক্য (১৬৪১ - ৪২);
৩। গৃহযুদ্ধ বা রাজার সঙ্গে যুদ্ধ (১৬৪২ - ৪৮)।

সৈন্য ও নৌবলের দায়িত্বসহ শাসনের সর্বপ্রকার দায়িত্ব দীর্ঘ পার্লামেন্ট গ্রহণ করতে চাইল। এই পার্লামেন্ট স্ট্যাফোর্ড এবং ল্যাজক বিল অব এ্যাটেন্টডারের মাধ্যমে ইম্পীচ করে।

এই পার্লামেন্টের দ্বিতীয় অধিবেশনে টনেজ পাউন্ডেজ কর মাত্র দুই মাসের জন্য রাজাকে দেয়া হলো। অন্য কোনো উপায়ে রাজার পক্ষে অর্থ আদায় করা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হলো। পার্লামেন্টে ত্রৈবার্ষিক আইন পাশ করা হয়। এতে বলা হয় তিন বছরের আগে পার্লামেন্ট বাতিল করা যাবে না। শাসনকার্যের প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের সম্পূর্ণ ক্ষমতা কমন্সসভার উপর বর্তায়, তবে এই বিল নিয়ে প্রথম বারের মত বির্তর্কের সৃষ্টি হওয়ায় বিলটি বাতিল হয়।

১৬৪১ সালে আয়ারল্যান্ডে বিদ্রোহ শুরু হয়। এই বিদ্রোহ দমনের ক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনী পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তবে পার্লামেন্টের সদস্যরা রাজার অধীনে তা পাঠাতে ইচ্ছুক ছিলো না। এর পরিপ্রেক্ষিতে গ্র্যান্ড রেমোনস্ট্রেশন নামে একটি আইন আদালতে পাশ করা হয়। এতে বলা হয় রাজা এমন লোক থেকে তার মন্ত্রী নির্বাচিত করবেন যাদের পার্লামেন্টের উপর পূর্ণ আস্থা আছে।

এই বিলের মাধ্যমে চালর্স তার ক্ষমতা বহুল পরিমাণে হারিয়েছিলেন। তিনি জানতেন স্কটল্যান্ডের বহু মানুষ তাকে সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। রাজার সমর্থকদের এই সময় ক্যাভালিয়ার (Cavalier) এবং পার্লামেন্টের সমর্থকদের রাউন্ড হেডস (Round Heads) বা ন্যাড়ামাথার দল বলে অভিহিত করা হয়। পার্লামেন্টের এই বিভক্তি রাজাকে পুনরায় শক্তি অর্জন এবং সগৌরবে তাকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়। ১৬৪২ সালের জানুয়ারি মাসে এ্যাটর্নি জেনারেল পামি, হ্যাম্পডেন, হ্যাডেলবিগ, হোলস, ও স্টোজকে ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত করেন। অভিযোগ করা হয় যে তারা ৫ জন স্কটদের সঙ্গে রাজাকে শত্রট্ট পক্ষ দিয়ে হত্যা করতে চায়। চালর্স কর্তৃক কমন্সসভার এই অপমান রাজা ও পার্লামেন্টের প্রকাশ্য দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটায়। এই সময় মিলিশিয়া বিল নামে একটি বিল তার সম্মুখে পেশ করা হয়। এর ফলে রাজা সেনা বাহিনীর উপর সমস্ত ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। রাজা হলেন এরপর নামে-মাত্র শাসক। তবে রাজা এই আইন মেনে নিতে রাজি হন নি। চালর্স সেনাবাহিনী এবং যুদ্ধের অর্থজোগাড় করতে শুরু করলেন। পার্লামেন্টে যুদ্ধ আগেই শুরু হয়েছিলো এবং ২২ আগস্ট রাজা নটিংহামে তার সেনাবাহিনী নিয়ে আসলে গৃহযুদ্ধের পদধ্বনি শোনা যায়। গৃহযুদ্ধে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উভয় কারণই ছিলো। বলা যায় দক্ষিণউত্তর এবং পশ্চিম অংশ রাজার পক্ষে এবং দক্ষিণ ও পূর্ব অংশ পার্লামেন্টের পক্ষে ছিলো। প্রথম দিকে রাজার বাহিনী জয়লাভ করলেও পরবর্তীকালে পার্লামেন্টের বাহিনী এগিয়ে যেতে থাকে । ১৬৪২ সালে যুদ্ধ শেষ হয় দুই পক্ষের চূড়ান্ত কোনো বিজয় ছাড়া।

১৬৪৪ সালে যুদ্ধ আবার শুরু হয়। ক্রমওয়েল এবং টমাস ফরফাক্স রাজকীয় বাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে নিউব্যারিতে পরাজিত করেন। ১৬৪৮ সালে স্কটদের কাছে রাজার বাহিনী পরাজিত হয়। পরাজয়ের পর প্রথম গৃহযুদ্ধ শেষ হয়। সেনাবাহিনী পরাজয়ের পর প্রথম গৃহযুদ্ধ সমঝোতা করার কথা বলে। তবে চালর্স এটিকে প্রত্যাখ্যান করেন। চার্লস স্কটদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন। তিনি গোপন চুক্তিতে প্রতিজ্ঞা করেন যে ইংল্যান্ড প্রেসব্যাটরিয়ান চার্চ প্রতিষ্ঠা করবেন, যদি স্কটরা তাকে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসতে সাহায্য করে। এটি দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধের সূচনা করে।

দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধ ১৬৪৮ সালে শুরু হয়। দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধ খুব দীর্ঘ ছিলো। এই যুদ্ধ ছিলো খুবই তিক্ত। স্কট এবং প্রেসব্যাটারিয়ানরা প্রথমে চালর্সের পক্ষে যুদ্ধ করে এবং সেনাবাহিনী পার্লামেন্টের পক্ষে যায়। ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে নিউ মডেল বাহিনী ১৬৪৮ সালে আগস্ট মাসে হ্যামিল্টনে স্কটদের পরাজিত করে। সমস্ত ইংল্যান্ড তখন নিউ মডেল সেনাপতির অধীনে চলে যায়। ক্রমওয়েল ইংল্যান্ড স্কটল্যান্ডের স্বৈরাচারী হিসেবে আবির্ভ ত হন এবং দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধের সমাপ্তি ঘঠে।

পার্লামেন্ট রাজার সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা করে। তবে সৈন্য বাহিনী রাজাকে বিশ্বাস করতো না। তারা বরং গৃহযুদ্ধের জন্য দায়ী করে শাস্তিদান করে। যারা রাজার সঙ্গে সমঝোতা করতে এগিয়ে এসেছিল ডিসেম্বরে ১৬৪৮সালে কর্নেল প্রাইড হাউস অব কমন্স তাদের তাড়িয়ে দেয়। এটিকে প্রাইডের শুদ্ধি অভিযান নামে অভিহিত করা হয়। ৬০ জন সদস্যকে নিয়ে একটি সংখ্যালঘু পার্লামেন্ট কাজ চালিয়ে যায়। এটি রাম্প পার্লামেন্ট নামে পরিচিত। ১৬৪৯ সালের জানুয়ারি মাসে রাজাকে ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়। ২৭ জানুয়ারি হোয়াইট হল রাজপ্রাসাদে তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। ১৬৪৯ সালের ফ্রেব্রুয়ারি মাসে ইংরেজ রাজতন্ত্র লর্ডসভা কর্তৃক বাতিল হয়।

৩। ক্রমওয়েলের উত্থান এবং কমনওয়েলথ

ওলিভার ক্রমওয়েলের শাসন কমনয়েলথ এবং প্রোটেকটোরেট দুইভাগে বিভক্ত ছিলো। যদিও সরকার ব্যবস্থা ছিলো প্রজাতন্ত্র। তবে প্রকৃত পক্ষে ইংল্যান্ড একটি সামরিক শাসনের অধীনে চলে যার নেতৃত্বে ছিলো ক্রমওয়েল। ক্রমওয়েলের এই শাসন ইংলেন্ডের একটি মধ্যবর্তী অবস্থা হিসেবে পরিচিত ছিলো। যেহেতু এর আগে রাজতন্ত্র ছিলো এবং এরপর আবার রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। তাই এটি ছিলো একটি মধ্যবর্তী অবস্থা।

প্রথম চার্লসের মৃত্যুদন্ডের কয়েক সপ্তাহ পরেই পার্লামেন্ট ইংরেজ শাসন থেকে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটাতে এক প্রস্তাব পাস করে। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে রাজপদ অপ্রয়োজনীয়, ব্যয়বহুল, জনসাধারণের নিরাপত্তা ও স্বার্থের প্রতিকূলে। ইংল্যান্ড রাষ্ট্রকে একটি প্রজাতন্ত্র বা কমনওয়েলথ বলে ঘোষণা করা হয়। এক চল্লিশ সদস্য নিয়ে কাউন্সিল অব স্টেট নামে রাষ্ট্রের কার্যনির্বাহক সভা গঠিত হয়।

প্রথম থেকেই প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে নানা ধরনের বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। রাজার মৃত্যুদন্ড একধরনের অস্থিরতার সৃষ্টি করে এবং বিপ্লবী কমনওয়েলথ তার মুখোমুখি হতে হয়। রাজতান্ত্রিক দল প্রথম চালর্সের প্রতি দুর্বল হতে থাকে। রাজার প্রতি সহমর্তিতা এবং সহানুভূতি ও বাড়তে থাকে। ইউরোপীয় দেশগুলিও কমনওয়েলথ এবং প্রজাতন্ত্রের বিরোধিতা করতে থাকে। স্কটল্যান্ড প্রথম চার্লসের পুত্র দ্বিতীয় চালর্স উপাধি ধারণ করে স্কটল্যান্ডের রাজা হন। আয়ারল্যান্ডের ক্যাথলিকরা দ্বিতীয় চালর্সকেই উত্তরাধিকার হিসেবে মেনে নিতে ইচ্ছুক ছিলো। ইংল্যান্ডের সমর্থকেরাও রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। শত্রট্পক্ষ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে থাকে। তাঁরা অশান্তি ও আক্রোশ ক্রমশ ছড়িয়ে দিতে থাকে।

আয়ারল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড রাম্প পার্লামেন্টের বাইরে ছিলো। ক্রমওয়েল আয়ারল্যান্ডের লর্ড নিযুক্ত হন। আয়ারল্যান্ড দ্বিতীয় চালর্সকে আশ্রয় দিয়েছিলো। পিউরিটান সেনাবাহিনী আয়ারল্যান্ডে আক্রমণ করে এবং ক্যাথলিক উত্থানকে কঠোর হাতে দমন করে। ড্রাগেডার যুদ্ধে ক্রমওয়েল অকথ্য বর্বতার সাহায্যে তাদের বিদ্রোহ দমন করে। ১৬৫০ সালে আয়ারল্যান্ডবাসী পরাজিত হয় ওয়েক্সফোর্ড এবং ব্রেগ হেডস এ। ক্রমওয়েল সেখানেও নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ চালায়। ক্রমওয়েলের অত্যাচারী নীতিই ইংল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ডকে চিরশত্রুতে পরিণত করে।

স্কটল্যান্ডকেও আয়ারল্যান্ডের ভাগ্যবরণ করতে হয়। স্কটরা দ্বিতীয় চালর্সকে তাদের বৈধ রাজা হিসেবে ঘোষণা দেয় এবং তার সমর্থনে বিদ্রোহ দেখা দেয়। ১৬৫০ সালে ক্রমওয়েল নিজেই স্কটল্যান্ডে পৌঁছান। জনগণ প্রাণ রক্ষার্থে পলায়ন করে। ডানবারের যুদ্ধে ক্রমওয়েল স্কটল্যান্ডের সৈন্যদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করলেন।

প্রথম ইঙ্গ-ওলন্দাজ যুদ্ধ শেষ হবার পূর্বেই (১৬৫৩) ক্রমওয়েলকে রাম্প পার্লামেন্টের বিভিন্ন ভুলত্রুটি এবং অগণতান্ত্রিক নীতিসমূহের কারণে নানা সমস্যা এবং একনায়কতন্ত্রসুলভ আচরণ করতে হয়। এর সদস্যরা প্রায়শই ঘুষ নিতো এবং তাদের আত্মীয় স্বজনকে চাকুরীতে ঢুকানো হত। ১৬৫৩ সালে র‍্যাম্প পার্লামেন্ট নিজে ক্ষমতা স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে এক প্রস্তাব দিলে ক্রমওয়েল ক্রুদ্ধ হয়ে সৈন্যদের সাহায্যে রাম্প পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেন। এ ভাবে ক্রমওয়েল চার বছর রাম্প ও ইংল্যান্ডকে শাসন করে। তবে তাঁর মূলশক্তি ছিলো সৈন্য বাহিনী।

দীর্ঘ রাম্প পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেওয়ার পর ক্রমওয়েল এবং তার কাউন্সিল অব স্টেট বেরবন পার্লামেন্ট নামে একটি পার্লামেন্ট গঠন করেন। ১৪০ জন সদস্যদের একজন চর্মব্যবসায়ী প্রেইসগড বেরবন-এর নাম অনুসারে এই পার্লামেন্টের নাম হয়। এই পার্লামেন্ট বিভিন্ন সংস্কারের সূচনা করলেও টিথ নামক কর বাতিল করার চেষ্টা এবং ধর্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকে চুক্তিমূলক বিয়ের প্রস্তাবে ভূস্বামী সম্প্রদায় এবং যাজকদের রাগান্বিত করেছিলো। এভাবে বেরবন জনপ্রিয় হতে শুরু করলে ক্রমওয়েল পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেন।

৪। ওলিভার ক্রমওয়েল : লর্ড প্রোটেকটোরেট : (১৬৫৩ - ১৬৫৮)

বেরবন পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেয়ার পর সেনাবাহিনী ক্রমওয়েলকে সমর্থন করে একটি সংবিধান রচনা করে। এই সংবিধান ইনস্ট্রোমেন্ট অব গর্ভমেন্ট নামে একটি দলিল প্রস্তুত করে। এই ইনস্ট্রোমেন্ট এক কক্ষ বিশিষ্ট একটি পার্লামেন্ট এবং এটি আধুনিক যুগের প্রথম লিখিত সংবিধান রচনা করে। এভাবে রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা রাষ্ট্ররক্ষক, কাউন্সিল এবং এককক্ষযুক্ত পার্লামেন্টের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়। ওলিভার ক্রমওয়েলকে লর্ড প্রোটেকটোরেট বা রাষ্ট্ররক্ষক ঘোষণা দেয়া হয়। সারা জীবনের জন্য তাঁকে ক্ষুদ্র কাউন্সিল অব স্টেট প্রোটেক্টর হিসেবে সমর্থন করে। পার্লামেন্ট ১৬৫৪ সালে মিলিত হয়েছিলো। এটি ইনস্ট্রোমেন্ট এর যৌক্তিকতা এবং ক্রমওয়েলের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে ক্রমওয়েল পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেন।

আঠারো মাস ক্রমওয়েল ব্যক্তিগত শাসন চালান। সম্পূর্ণ সামরিক কায়দায় তিনি শাসন করেন। তার উদ্দেশ্য ছিলো সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা। পার্লামেন্টের অনুমোদন

ব্যতিরেকে কর ধার্য করা হয়। তিনি ইংল্যান্ডকে ১০টি বিভাগে (district) ভাগ করেন। ক্রমওয়েল ইংল্যান্ডে পিউরিটান চার্চ প্রতিষ্ঠা করেন এবং এতে ধর্মীয় ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্বাধীনতা বা সহিষ্ণুতা প্রদান করা হয়। প্রেসব্যাটারিয়ান, ব্যাপটিস্ট এবং ইনডিপেনডেন্টস সবাইকে ধর্মক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়।

তবে ১৬৫৬ থেকে ১৬৫৮ সালের মধ্যে ক্রমওয়েল দ্বিতীয় পার্লামেন্ট আহবান করেন। এই পার্লামেন্ট ডাচযুদ্ধের জন্য অর্থ সাহায্য দেয়। এটি ক্রমওয়েলের শত্রুদের শাস্তিদানের জন্য হাইকোর্টও প্রতিষ্ঠা করে। এছাড়া এই পার্লামেন্ট সবিনয় অনুরোধ ও উপদেশ নামে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করে। এর মাধ্যমে ক্রমওয়েলকে রাজমুকুট গ্রহণের জন্য সবিনয় অনুরোধ ও উপদেশ (Humble Petition & Advice) জানায়। ক্রমওয়েল এতে পার্লামেন্টের কোনো দুরভিসন্ধি আছে অভিযোগ এনে জানুয়ারি ১৬৫৮ সালে পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেন। এরপর তিনি সেনা বাহিনীর সহায়তায় শাসন করতে থাকেন। নিরপেক্ষ বিচারে দেখতে গেলে প্রথম চার্লসের স্বেচ্ছাচার অপেক্ষা ক্রমওয়েলের শাসনকার্য অধিকতর স্বেচ্ছাচারী ছিলো। ১৬৫৮ সালের সেপ্টেম্বর ডানবার বিজয় উৎসবের দিন তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

৫। ক্রমওয়েলের বৈদেশিক নীতি

অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সাফল্য না থাকলেও ক্রমওয়েল পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের মর্যাদা এবং শক্তি যথেষ্ট বাড়িয়েছিলেন। তাঁর পররাষ্ট্র নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিলো :

১। ইংল্যান্ডের বাণিজ্যিক ও সামুদ্রিক প্রাধান্য স্থাপন করা;
২। ইউরোপে প্রোটেস্টান্ট ধর্মের নেতা ও রক্ষাকর্তার পদ গ্রহণ করা;
৩। ইউরোপীয় রাজনীতিতে ইংল্যান্ডের মর্যাদা ও প্রাধান্য স্থাপন করা এবং
৪। ইংল্যান্ডের সিংহাসনে স্টুয়ার্ট রাজবংশের পুনপ্রতিষ্ঠা বন্ধ করা।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংল্যান্ড বাণিজ্যিক ও সামুদ্রিক প্রাধান্য স্থাপনে সমর্থ হয়। প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর ইংল্যান্ড পুনরায় নিজ মর্যাদা ও বৈদেশিক স্বার্থ পুনরুদ্ধারে অগ্রসর হয়।

ক্রমওয়েল ইংল্যান্ডকে নৌশক্তিতে বলীয়ান হবার ক্ষেত্রে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। এই সময় আমেকিার উপকূলে মাত্র একখানা ইংরেজ বাণিজ্য জাহাজ দেখা যায়। স্যার হেনরি মেইন কাউন্সিল অব স্টেটের একজন সুদক্ষ সদস্যের হাতে ইংল্যান্ডের নৌবহরের উন্নতির ভার দেয়া হয়। দুবছরের মধ্যে তাঁর চেষ্টায় ইংরেজ নৌবহর দ্বিগুণ শক্তিশালী হয়। মাত্র চল্লিশটা যুদ্ধ জাহাজের বদলে আশিটি যুদ্ধ জাহাজ সমুদ্রবক্ষে বৃটিশ জাতির স্বার্থ রক্ষার জন্যে প্রস্তুত হয়।

সামুদ্রিক বাণিজ্যে ওলন্দাজদের একচেটিয়া আধিপত্য ক্ষুন্ন করার এবং ইংল্যান্ডকে শক্তিশালী বাণিজ্যিক দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে ইংরেজরা সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। ১৬৫১ সালে বিখ্যাত নেভিগেশন এ্যাক্ট চালু করা হয়। এই আইন দ্বারা ইংল্যান্ডের আমাদানিকৃত দ্রব্যাদি ইংল্যান্ডের বাণিজ্য জাহাজ অথবা যে দেশ থেকে মালামাল আমদানি করা হয় সেই দেশের জাহাজ ভিন্ন অপর কোনো দেশের জাহাজ কতৃক বহন করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এই যুদ্ধ

ছিলো খুবই ভয়াবহ। ১৬৬৪ সালের শান্তিচুক্তি মারফত ওলন্দাজরা নেভিগেশন আইনের শর্তাদি মেনে নেয় এবং ইংলিশ চ্যানেলে ইংরেজ জাহাজকে অভিবাদন জানাতে বাধ্য হয়।

এ ছাড়াও ইংল্যান্ডের বাণিজ্যিক উন্নতির জন্য ক্রমওয়েল ডেনমার্ক, সুইডেন এবং পুর্তগালের সাঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তি করেন। স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধ বাধলে ক্রমওয়েল ফ্রান্সের সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হন। ইঙ্গ-ফরাসি যুগ্মবাহিনী স্পেনের অধিকৃত ডানকার্ক বন্দর দখল করেন। ১৬৫৭ খ্রি. ইংরেজ এ্যাডমিরাল বে-ক সান্টাক্রুজ বন্দর আক্রমণ করে একটি স্পেনীয় নৌবহর ধ্বংস করেন। এছাড়াও স্পেনের নিকট স্পেনীয় আমেরিকায় বাণিজ্যে নিয়োজিত স্পেনীয় ইংরেজদের ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দেবার প্রস্তাব করা হয়। এই সূত্রেই ক্রমওয়েল স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এই অভিযানে স্যান ডমিনিয়োগ দখল করতে ব্যর্থ হলে ইংল্যান্ড জেনেকা দ্বীপটি দখল করে (১৬৫৫) নেয়।

এভাবে সমুদ্রবক্ষে ইংরেজ শক্তি অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠে। প্রথম দুজন স্টুয়ার্ট রাজার আমলে ইংল্যান্ড ইউরোপে যে মর্যাদা হারিয়েছিলো ক্রমওয়েল তা পুনরুদ্ধার করেন। তাঁর পররাষ্ট্রনীতির সাফল্যে ঐতিহাসিক ক্ল্যারেন্ডন বলেন "ক্রমওয়েলের অভ্যন্তরীণ সাফল্য তার পররাষ্ট্রনীতির সাফল্যের ছায়ামাত্র" । তবে তাঁর পররাষ্ট্রনীতি ত্রুটিহীন বলা চলে না। তিনি ফ্রান্সের পরিবর্তে স্পেনকে ইংল্যান্ডের প্রধান শত্রুত্ব বলে ধরে নিয়েছিলেন। ইংল্যান্ডের প্রধান শত্রুত্ব যে ফ্রান্স তা তিনি উপলব্ধি করেন নাই। এ ছাড়াও যুদ্ধটি ব্যয় সাপেক্ষ বিধায় ইংল্যান্ডের জনসাধারণকে করভারে পীড়িত করায় তাঁর নীতি জনসমর্থন লাভ করে নি।

তবে বলা যায়, ক্রমওয়েলের অভ্যন্তরীণ নীতির ক্ষেত্রে নানারকম প্রশ্ন উত্থাপিত হলেও তিনি ইংল্যান্ডকে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। ইংরেজদের বাণিজ্যের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সমুদ্রে ইংরেজ শাসনও তাঁর সময়ে প্রতিষ্ঠা হয়। তাঁর আমলের বৈদেশিক নীতি এলিজাবেথের সময়ের গৌরব নিয়ে আসে।

৬। পিউরিটান বিপ্লবের সমাপ্তি এবং ইংল্যান্ডে রাজতন্ত্রের পুনপ্রতিষ্ঠা

১৬৫৮ সালে ক্রমওয়েল মারা যান। তার মৃত্যুতে সৈন্যবাহিনী নেতৃত্ববিহীন এবং দেশ সরকারবিহীন হয়ে পড়ে। ওলিভার ক্রমওয়েলের পুত্র রিচার্ড ক্ষমতায় আসেন। তবে তিনি তার পিতার মতো শক্ত শাসক ছিলেন না। তাঁর স্বল্প সময়ের শাসনে পার্লামেন্ট এবং সেনাবাহিনী কারো উপরেই নিয়ন্ত্রন আনতে পারেনি। তিনি দীর্ঘ পার্লামেন্ট বাতিল করার আহবান জানান, সৈন্যবাহিনী ক্ষমতা দখলের পায়তারা করে এবং প্রেসব্যাটারিয়ান সদস্যরা বহিষ্কৃত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৬৫৯ সালের ২৬ মে রিচার্ড প্রটেকটর হিসেবে পদত্যাগ করেন। এমতাবস্থায় তখন একমাত্র পথ খোলা ছিলো পুরোনো রাজা এবং সংবিধানে ফিরিয়ে আসা। ইতিমধ্যে জেনারেল মঙ্ক স্কটল্যান্ড থেকে সৈন্যসহ লন্ডনে ফিরে আসেন। তিনি ক্রমওয়েলের সময় স্কটল্যান্ডের গভর্নর ছিলেন। জেনারেল মঙ্কের ইচ্ছানুসারে এবং বিখ্যাত পার্লামেন্ট সদস্যরা কয়েক বছরের অব্যবস্থার কথা স্মরণ করে সর্বসম্মতিক্রমে দ্বিতীয় চালর্সকে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসানোর সিদ্ধান্ত নেন। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় চার্লস মঙ্কের সঙ্গে গোপনে পত্রালাপ করলে মঙ্ক দ্বিতীয় চার্লসকে আমন্ত্রণ জানান। দ্বিতীয় চালর্স ব্রেডার ঘোষণা দ্বারা নিউমডেল সেনাবাহিনীর প্রাপ্য বেতন মিটিয়ে দিতে, ধর্মব্যাপারে স্বাধীনতা দান করতে, কমনওয়েলথের

সময়ে যে জমি লোকে ক্রয় করেছে তা আইনত অপরাধমুক্ত বলে ঘোষণা করতে, স্বীকৃতি জানালেন। এ ছাড়া সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। ১৬৬০ সালের ২৯ মে তারিখে এক অভূতপূর্ব আনন্দ উৎসবের মাধ্যমে দ্বিতীয় চালর্স ইংল্যান্ডে আগমন করেন এবং সিংহাসনে বসেন। ইংল্যান্ডের সর্বত্রই রাজতন্ত্রের এই পুনপ্রতিষ্ঠাকে স্বাগত জানানো হয়ে ছিলো। বিশ বছর পর ইংল্যান্ডের পথে আবার 'ম্যারি ইংল্যান্ড' গান শোনা যায়। রাজতন্ত্রের এই উত্থানকে রেস্টোরেশন বা 'পুনরুদ্ধার' নামে পরিচিত হয়। তবে রাজতন্ত্রের পক্ষে পূর্বের নীতি অন্ধভাবে অনুসরণ করা অসম্ভব হয়ে উঠে এবং ইংল্যান্ডের ইতিহাসে সাংবিধানিক বা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের পথ প্রশস্ত হয়ে উঠে।

সারসংক্ষেপ

টিউডর বংশের শৌর্যবীর্য এবং অভূতপূর্ব সাফল্যের পর স্টুয়ার্ট বংশ ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসলেও তাদের স্বেচ্ছাচারী এবং এর স্বৈরাতান্ত্রিক নীতিসমূহ জনগণ মেনে নেয় নি। স্টুয়ার্ট প্রথম রাজা জেমস এবং প্রথম চালর্স পার্লামেন্টের অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে পার্লামেন্টের সঙ্গে বিরামহীনভাবে দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিলেন। পার্লামেন্টে রাজার যে কোনো দাবি মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলো না। বরং পার্লামেন্ট অন্যায়ভাবে রাজার গৃহীত যে কোন নীতিকে দমন করতে উদ্যোগী হয়ে উঠে। এর ফলে পার্লামেন্ট এবং রাজার বাহিনীর দ্বন্দ্বে ইংল্যান্ডে গৃহযুদ্ধের সৃষ্টি হয় এবং ওলিভার ক্রমওয়েল ক্ষমতায় আসেন। রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে তিনি ইংল্যান্ডেকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেন। ইংল্যান্ডের ইতিহাসে এটি ছিলো অভূতপূর্ব। তবে প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হলেও ইংল্যান্ড এই সময়ে সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, কঠোর নিয়মশৃঙ্খলার উপর ভিত্তি করে শাসন ব্যবস্থা পরিচালন এবং বিদ্রোহসমূকে দমন করা হয়। এটি ইংল্যান্ডের দীর্ঘদিনের বিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করে। রাজতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতা থেকে মুক্ত হয়ে সামরিক নিয়ন্ত্রনে ইংল্যান্ডের সর্বত্র শান্তি শৃংখলা ফিরে আসে।

পাঠত্তোর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ইংল্যান্ডের ক্রমওয়েলের কোন অবস্থা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে?

ক) পূর্ববর্তী অবস্থা　　খ) মধ্যবর্তী অবস্থা
গ) অগ্রবর্তী অবস্থা　　ঘ) পশ্চাৎবর্তী অবস্থা

২। ফর্ম অব এ্যাপোলজি বা আবেদন পত্রের আইন কোন রাজার সময় ইংল্যান্ডের কমন্সসভায় পাশ হয়?

ক) দ্বিতীয় চালর্স　　খ) ষষ্ঠ এডোওয়ার্ড
গ) প্রথম জর্জ　　ঘ) প্রথম জেমস

৩। 'পিটিশন অব রাইট' বা আবদেন পত্রের আইন চালর্স এর কোন পার্লামেন্টে পাস করা হয় ?

ক) প্রথম　　খ) তৃতীয়
গ) দ্বিতীয়　　ঘ) চতুর্থ

৪। রাজা প্রথম চালর্সের সমর্থকদের কোন নামে অভিহিত করা হতো?

ক) টোরি　　খ) উইগ
গ) রাউন্ড হেডস　　ঘ) ক্যাভিলিয়ার

৫। ইংল্যান্ডে প্রথম গৃহযুদ্ধের সময়কাল ছিলো?

ক) ১৬৪২ - ১৬৪৬　　খ) ১৬৫০ - ৫৪
গ) ১৬৬২ - ১৬৬৬　　ঘ) ১৬৭০ - ১৬৭৪

৬। ক্রমওয়েল ইংল্যান্ডে কোন সরকার প্রবর্তন করেন?

ক) রাজতন্ত্র　　খ) যুক্তরাষ্ট্রীয়
গ) ডোমিনিয়ন　　ঘ) প্রজাতন্ত্র

৭। ওলিভার ক্রময়েলকে কত সালে প্রোটেকটোরেট হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়?

ক) ১৬৬১　　খ) ১৬৫৫
গ) ১৬৫৩　　ঘ) ১৬৫৭

৮। নৌবাণিজ্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায় ক্রমওয়েলের সময় ইংল্যান্ড ইউরোপের কোনদেশের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলো?

ক) সুইডেন　　খ) ওলন্দাজ
গ) পর্তুগাল　　ঘ) প্রাশিয়া

উত্তর : ১। (খ), ২। (ঘ), ৩। (গ), ৪। (ঘ), ৫। (ক), ৬। (খ), ৭। (গ), ৮। (খ)।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। পার্লামেন্টের সঙ্গে প্রথম জেমসের সম্পর্ক নিরুপণ করুন।

২। প্রথম গৃহযুদ্ধ এবং ক্রমওয়েলের উত্থান সম্পর্কে লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। পার্লামেন্টের সঙ্গে প্রথম জেমসের সম্পর্ক কিরূপ ছিলো? তিনি কীভাবে পার্লামেন্টকে দমন করতে এগিয়ে আসেন?

২। কমনওয়েলথ-এর প্রধান হিসেবে ক্রমওয়েলের কার্যাবলী আলোচনা করুন।

৩। লর্ড প্রোটেকটোরেট হিসেবে ক্রমওয়েলের অভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্রনীতি মূল্যায়ন করুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। T F Tout, An Advanced History of Great Britain, Book III

২। V. D. Mahajan, England Sence 1485

৩। B. V. Rao, History of Europe (1450 - 1815)

৪। Robert Ergang; Europe From the Renaissance to waterloo

৫। Robert Ergang, A History of Western Civilization, Vol-II (1600 to Present)

৬। ড. কিরণচন্দ্র চৌধুরী, আধুনিক ইউরোপ (১৬৪৮ - ১৮৭০ খ্রী:)

পাঠ - ৩

গৌরবময় বিপ্লব

এই পাঠ শেষে আপনি -

- ক্রমওয়েলের পতনের পর রাজা দ্বিতীয় চালর্স-এর শাসনকাল এবং তার ক্যাথলিক-প্রীতি সম্পর্কে অবহিত হবেন;
- ইংরেজ রাজা দ্বিতীয় চার্লেসের শাসনকালে গৌরবময় বিপ্লব সংগঠনের কারণ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- গৌরবময় বিপ্লবের সূচনা এবং মূল ঘটনাসমূহ সমন্ধে আলোচনা করতে পারবেন;
- গৌরবময় বিপ্লবের ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

ভূমিকা

ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর পিউরিটান বিপ্লবের সমাপ্তি হয়। তার পুত্র রিচার্ড ক্রমওয়েলের পদচ্যুতির পর দ্বিতীয় চালর্স ১৬৬০ সালে ক্ষমতারোহনের মাধ্যমে স্টুয়ার্ট বংশের যাত্রা আবার শুরু হয়। এক জটিল সময়ে ইংল্যান্ডের মাটিতে চালর্সের উত্থান ঘটেছিল। আয়ারল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড চালর্স এর পুনরুত্থানকে অভিনন্দন জানায়। দ্বিতীয় চালর্স সংবিধান অনুসারে শাসন করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন (ম্যাগনাকার্টা এবং পিটিশন অব রাইট মারফত)এবং পার্লামেন্ট ধর্মীয় ব্যাপারে কোনোরকম হস্তক্ষেপ করবে না (ব্রেডার ঘোষণা অনুযায়ী) এই আশ্বাস দেয়। মানুষ ধীরে ধীরে ক্রমওয়েলের কঠিন শাসনের কথা ভুলে যায় এবং সবকিছু আবার স্বাভাবিক হয়ে আসে।

দ্বিতীয় চালর্স (১৬৬০ - ১৬৮৫)

দ্বিতীয় চালর্স একজন জনপ্রিয় শাসক ছিলেন। পার্লামেন্ট তথা ইংল্যান্ডের জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ীই দ্বিতীয় চালর্স সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেছিলেন। দেশে একটি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয। প্রথম চার্লসের বিরুদ্ধে যারা অস্ত্রধারণ করেছিলো তাদেরও অপরাধ থেকে মুক্তি দেওয়ার ঘোষণা করা হয়।

দ্বিতীয় চালর্স ছিলেন ক্যাথলিক ধর্মের গোঁড়া সমর্থক। ১৬৬০ সালে কনভেনশন পার্লামেন্ট বাতিল করে ক্যাভালিয়ার পার্লামেন্ট গঠন করে। এই পার্লামেন্টে এ্যাংলিকানদের সংখ্যাই বেশি ছিলো। চার্লস ইংল্যান্ডের চার্চের পূর্ববর্তী অবস্থা ফিরিয়ে আনতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। ক্ল্যারেন্ডন ছিলেন তখন তাঁর প্রধানমন্ত্রী। তিনি 'ক্ল্যারেন্ডন কোড' নামে একটি আইন-বিধি পাস করেন। সেই অনুসারে :

১। ইংল্যান্ডের সকল শহরের পৌরসভার সদস্যগণকে রাজা এবং ইংরেজ ধর্মানিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে বলা হয়;

২। এ্যাক্ট অব ইউনিফরমিটি দ্বারা ইংরেজদের প্রার্থনা অনুষ্ঠান পুনরায় চালু করা হয়;

৩। ক্যাথলিকদের প্রতি রাজার আনুগত্য এবং প্রিন্স জেমসকে ক্যাথলিকবাদে ধর্মান্তরের ঘোষণা করা হয়, ইনডালজেন্স ডিক্রি রাজার প্রতি অসন্তোষের সৃষ্টি করে এবং নানা ধরনের গুজব ও ষড়যন্ত্রের কথা শোনা যায়, যেমন 'পপিস ষড়যন্ত্র', 'টাইটাস', 'ওটস' ষড়যন্ত্র রাজাকে হত্যা করার ক্যাথলিক ষড়যন্ত্র (১৬৭৮) ইত্যাদি।

দ্বিতীয় চার্লসের মন্ত্রী ড্যানবিরের সময়ে ইংল্যান্ডে রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয়। ১৬৭৮ সালে 'পপিস ষড়যন্ত্রে' জেমসকে ক্ষমতায় বসিয়ে ইংল্যান্ডে ক্যাথলিকবাদ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে। তাতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলে "এক্সক্লুশন বিল" পাশ করে জেমসকে দেশের বাইরে পাঠানোর কথা বলা হয়। এই ইস্যুতে পার্লামেন্ট তাঁকে অধিকারচ্যুত করতে চাইলে দ্বিতীয় চালর্স পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেন। প্রিন্স রিউপার ছিলেন পার্লামেন্টে বিরোধী পক্ষের নেতা। তিনি দ্বিতীয় চালর্সকে পুনরায় পার্লামেন্ট আহবান করতে আবেদন করলেন। এই কারণে রূপার্ট ও তাঁর সমর্থকদের বলা হতো পিটিশনার্স। দ্বিতীয় চার্লসের সমর্থকগণ এরূপ আবেদনকারীদের ঘৃণার চোখে দেখতেন। পার্লামেন্ট আহবান করার ব্যাপারে রাজা তাঁর নিজস্ব মতামতে চলবেন এই ছিলো তাদের অভিমত। এই কারণে তারা "এ্যাবহোরেন্স" বা "ঘৃণাকারীর দল" হিসেবে পরিচিত ছিলেন। পিটিশনারদের সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয় উইগ এবং এ্যাবহোরেন্স।

'পপিস ষড়যন্ত্র'-এ অভিযুক্ত জেমসকে দেশের বাইরে পাঠানোর জন্য 'এক্সক্লুশন বিল' পাশ করা হয়। তবে এটিতে লর্ডসভার অনুমোদন লাভে ব্যর্থ হলে পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেওয়ার পূর্বে ১৬৭৯ সালে উইগরা হ্যাবিয়াস কপার্স বিল পাশ করে। এই আইনের দ্বারা বিনা বিচারে কারারুদ্ধ ব্যক্তিকে বিচারার্থে বিচারালয়ে উপস্থিত করার ক্ষমতা স্বীকৃত হয়।

দ্বিতীয় চালর্সের পররাষ্ট্রনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো ইংল্যান্ডকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক এবং শক্তিশালী রাষ্ট্রক্ষমতায় পরিণত করা। দ্বিতীয় চালর্স পর্তুগালের রাজার ভগিনী ক্যাথরিনকে বিয়ে করে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের সঙ্গে একটি মৈত্রী সম্বন্ধের সূচনা করেন।

দ্বিতীয় চার্লসের সময় ইঙ্গ-ওলন্দাজ যুদ্ধ হয়। ১৬৫৭ সালে ব্রেডার সন্ধি দ্বারা এই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

২। গৌরবময় বিপ্লবের (১৬৮৮) কারণ

দ্বিতীয় জেমস তাঁর ভ্রাতা দ্বিতীয় চালর্স থেকে ভিন্ন প্রকৃতির ছিলেন। তিনি ছিলেন ঘোরতর ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসী। তাঁর এই গোড়ামীর কারণে মাত্র তিনবছরের (১৬৮৫ - ১৬৮৮) রাজত্বকালের মধ্যেই তিনি সিংহাসন হারান।

১৬৮৮ সালে ইংল্যান্ডে একটি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে। ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট এবং রাজতন্ত্র দীর্ঘ সময়কাল ধরে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব চলে আসছিলো। স্পেনের আর্মাডার পতনের পর পার্লামেন্ট রাজার অধীনতা মানতে অস্বীকার করে। রানী এলিজাবেথের মৃত্যুর পর অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। প্রথম জেমসের আমলে রাজা বা পার্লামেন্ট কেউ মাথা নত করেনি। প্রথম চার্লসকেও এই সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। দু'টি গৃহযুদ্ধে ইংল্যান্ড ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলো। প্রথম চার্লসের মৃত্যুদন্ড হয়। ক্রমওয়েল এবং তাঁর পুত্র রিচার্ড প্রায় এগারো বছর

(১৬৪৭-৬০) ইংল্যান্ড শাসন করেন। তবে ক্রমওয়েলের পিউরিটানবাদী শাসন সমালোচিত হলে রাজতন্ত্র ফিরে আসে।

১৬৬০ সালে দ্বিতীয় চালর্স সিংহাসনে বসেন এবং দ্বিতীয় চার্লসের পর দ্বিতীয় জেমস সিংহাসনে আরোহন করেন (১৬৮৫ - ১৬৮৮)। দ্বিতীয় জেমসের মতো শক্তিশালী রাজা ইংল্যান্ডে খুব কম ছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন এবং গৌরবময় বিপ্লবের মাধ্যমে ইংল্যান্ডে পার্লামেন্টের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর পতন এবং ১৬৮৮ সালের বিপ্লবের নিম্নোক্ত কারণসমূহকে চিহ্নিত করা যায়।

১। এই বিপ্লবের অন্যতম প্রধান কারণ ছিলো ইংল্যান্ডে দ্বিতীয় জেমসের ক্যাথলিকবাদ পুনপ্রতিষ্ঠার উদ্যোগ। তিনি ধর্মের জন্য তাঁর রাজ সিংহাসন ত্যাগ করতেও পিছপা ছিলেন না। তাঁর তিন বছর শাসনে ক্যাথলিকবাদের পুনপ্রতিষ্ঠায় তিনি বহু কিছু করেন। দ্বিতীয় চালর্স-এর **ডিক্লারেশন অব ইনডালজেন্স** দ্বিতীয় জেমস পুনপ্রবর্তনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। প্রথম পার্লামেন্ট (১৬৮৫) রাজার প্রতি অনুগতশীল ছিলো। টোরি তাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলো। এরা রাজাকে প্রচুর অর্থ সাহায্যও দিয়েছিলো। কিন্তু যখন দ্বিতীয় জেমস টেস্ট এ্যাক্ট প্রত্যাহার করার কথা বলেন তখন পার্লামেন্ট তা সমর্থন দিতে অস্বীকার করে।

২। দ্বিতীয় জেমসের শান্তিপূর্ণ শাসনে দুটি ঘটনা অশান্তির সৃষ্টি করে। একটি ছিলো এ্যারোগলের বিদ্রোহ (১৬৮৫) এবং দ্বিতীয়টি ছিলো মনমউথের ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র ।

মনমউথের মৃত্যুদন্ডকে জনগণ সবচাইতে বেশি সমর্থন করেছিলো। কারণ, এটি তাদের কলঙ্ক ঘোচাবে বলে তাঁদের ধারণা ছিল। কেননা, জনগণ মনমউথকে ঘৃণা করতো এবং উইগরা তার মৃত্যুদন্ডকে সমর্থন করার মাধ্যমে পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করতে সমর্থ হয়। উইগরা দ্রুত জনপ্রিয় হতে থাকে এবং এটিই ১৬৮৮ সালে বিপ্লবে জেমসকে অপসারণের ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় ভূমিকা পালন করে।

এছাড়াও মনমউথের বিদ্রোহের সঙ্গে যারা জড়িত ছিলো তাদের বিচারের জন্য দ্বিতীয় জেমস 'রক্তমাখা বিচার' (Bloody Assize) নামে একটি বিচারালয় বা আদলত স্থাপন করেন। এই আদালতের নিষ্ঠুরতা নির্মমতায় মানুষ শিহরিত হয়ে উঠে এবং টোরিরাও এর কর্মপন্থার নিন্দা জানায়।

৩। ইংল্যান্ডের জনগণ জেমসের বৈদেশিক নীতি বা কর্মকান্ডে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠে। তারা সন্দেহ করতে থাকে যে জেমস ফ্রান্সের রাজা চতুদর্শ লুই-এর কাছ থেকে নির্দেশ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। চতুদর্শ লুই ১৬৮৫ সালে এডিক্ট অব নানটিস বাতিল করেন। এর ফলে প্রায় দশ হাজার ফরাসি প্রোটেস্টান্ট ইংল্যান্ডে ও অন্যান্য দেশে আশ্রয় নেয়। এটি সবাই বিশ্বাস করতে থাকে যে দ্বিতীয় জেমস চতুদর্শ লুই এবং জেসুইটদের সঙ্গে মৈত্রী করে ক্যাথলিকবাদ পুনরুদ্ধার করতে যাচ্ছে। ইংল্যান্ডের রাজা বিদেশী রাজার কাছ থেকে বুদ্ধি বিবেচনা নেবে তা ইংল্যান্ডের জনগণ মানতে রাজি ছিলো না।

৪। দ্বিতীয় জেমস আরেকটি ভুল করেছিলেন যে ডিউক অব মনমউথ এর বিদ্রোহ দমনের জন্য যে সৈন্যবাহিনী নিযুক্ত করা হয় তা তিনি ভেঙ্গে দিতে অস্বীকার করেন। দ্বিতীয় জেমস স্থায়ী সৈন্যবাহিনী গঠন করলে তার খরচ নিয়ে জনগণের মধ্যে রিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিলো।

৫। দ্বিতীয় জেমস যখন 'এক্লেসিয়াসটিকেল কমিশন' নামে ব্যক্তিগত অধিকার বা সুবিধা অর্জনের জন্য একটি আদালত গঠন করেন তখন তাঁর জনপ্রিয়তা হারান । এটি ১৬৪১ সালের আইনের বিরুদ্ধে ছিলো। এর ফলে স্টার চেম্বার, কাউন্সিল অব নর্থ 'হাইকমিশন' নামে সকল বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত আদালতে বাতিল হয়ে যায়।

৬। দ্বিতীয় জেমস যে কোনো ব্যক্তিকে যে কোনো আইনের প্রয়োগ থেকে অব্যাহতি দেবার ক্ষমতা দাবি করেন। তিনি মনে করেন দেশের যে কোনো আইনকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তাঁর আছে। রাজা বলেন যে, কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি আইন ভঙ্গ করলে তার শাস্তি হবে কি হবে না তা হবে রাজার এখতিয়ারভুক্ত। এই ক্ষমতাবলেই **টেস্ট এ্যাক্ট** অগ্রাহ্য করে ধর্মাধিষ্ঠান ও শাসনব্যবস্থায় বহু ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীকে চাকুরী দেওয়া শুরু হয়। আবার 'সাসপেনডিং ক্ষমতা' (Suspending Power) দ্বারা তিনি নিজ ইচ্ছানুযায়ী যে কোনো আইন স্থগিত রাখার ক্ষমতা দাবি করেন এবং ক্যাথলিকদের সাহায্য করবার উদ্দেশ্য ক্যাথলিক বিরোধী আইনগুলি স্থগিত রাখার ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

দ্বিতীয় জেমস তাঁর পিতার পথকে অনুসরণ করে বিভিন্ন উচ্চপর্যায়ে ক্যাথলিকদের নিয়োগ দেয়া শুরু করেন। তিনি সানডারল্যান্ডের আর্ল রবার্ট স্পেনসারকে তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা হিসেবে নিযুক্ত করেন। জেমস রোমান ক্যাথলিক স্যার এডওয়ার্ড হেলসকে তার একটি রেজিমেন্টের কর্নেল নিযুক্ত করেন। তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে একজন বেনেডিক্ট এবং যাজক ফ্রান্সিসকে এম এ ডিগ্রি দিতে বলেন। তাঁর নির্দেশে ম্যাগডেলান কলেজ (অক্সফোর্ডের)-এর ফেলোদের একজন রোমান ক্যাথলিককে প্রেসিডেন্ট বা 'ডীন' হিসেবে নিযুক্তির নির্দেশ দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাথলিক ফেলো এবং চার্চ অব ইংল্যান্ডে ক্যাথলিকদের নিয়োগ দিলে জনগণ অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠে। তার গোঁড়া সমর্থকরাও এ সময়ে তার প্রতি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠে।

৭। ইংল্যান্ডের সর্বত্রই এ সময়ে প্রোটেস্টান্টবাদের রক্ষার জন্য জেগে উঠে। তবে ক্যাথলিকবাদের পুনরুদ্ধারে সর্বত্র চেষ্টা করলেও ইংল্যান্ডে তখন যাদের নিয়ে তিনি একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দল গড়ে তুলতে সমর্থ হবেন এমন অধিক সংখ্যক রোমান ক্যাথলিক সমর্থক তাঁর ছিলো না। আয়ারল্যান্ডের ক্যাথলিকদের নিয়েও তিনি কোনো শক্তিশালী গ্রুপ গড়ে তুলতে পারেননি।

৮। নিরাপত্তার নামে লন্ডনের উপকণ্ঠে এবং প্রতিবেশী অঞ্চলে তিনি সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করেন। তবে লন্ডনবাসীর কাছে এটি একটি হাস্যকর ব্যাপার হিসেবে চিহ্নিত হয় এবং এতে চরম বিরক্তির সৃষ্টি হয়।

৯। রোমান ক্যাথলিকদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের প্রক্রিয়া হিসেবে ১৬৮৭ সালে প্রথম ডিক্লারেশন অব ইনডালজেন্স ইস্যু করা হয়। এর ফলস্বরূপ রোমান ক্যাথলিক এবং ভিন্নমতাবলম্বীরা মুক্তভাবে উপাসানা করার অধিকার অর্জন করে। এতে টোরি এবং উইগ উভয় পক্ষই উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তারা ভীত হয়ে পড়ে যে দ্বিতীয় জেমস ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নামে ক্যাথলিকবাদকে উৎসাহিত করছেন।

১০। ১৬৮৮ সালে দ্বিতীয় ইনডালজেন্স নীতি ঘোষণা করা হয়। এতে বলা হয় যে এই 'ডিক্লারেশন অব ইনডালজেন্স' নীতি প্রতিটি চার্চে পাঠ করতে হবে। সাতজন বিশপ রাজাকে চার্চের এই ইনডালজেন্স নীতি থেকে পাঠ করতে অব্যাহতি দানের জন্য অনুরোধ জানান। তাঁরা রাজাকে এই ব্যাপারে পিটিশন করেন। তবে রাজাকে বিশপদের আবেদন বা পিটিশন করার কোনো অধিকার নেই বলে রাজা উল্লেখ করেন। এই সাত বিশপদের গ্রেফতার করা হয় এবং তাদের টাওয়ারে রাখা হয়। তবে আদালতের বিভক্ত রায় (দুজন বিচারক রাজতন্ত্র এবং দুজন বিচারক বিশপদের পক্ষে ছিলো) জুরিদের কাছে দেয়া হলে জুরিরা তাদের মুক্তি দেন। বিশপদের এই মুক্তি সমগ্র ইংল্যান্ডে আনন্দ উৎসবের সৃষ্টি হয়।

৩। গৌরবময় বিপ্লবের মূল ঘটনাসমূহ

দ্বিতীয় জেমসের সংক্ষিপ্ত শাসনামলে তাঁর হঠকারী কর্মকান্ডের কারণে সবদিক থেকে তিনি বিরুদ্ধবাদিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও বেশির ভাগ লোকই তাকে মেনে নিয়েছিলো। এর মূল কারণ ছিলো যে, তাঁর দুটি প্রোটেস্টান্ট কন্যা ছিলো-একজন ম্যারি এবং অন্যজন এ্যানি। ম্যারি হল্যান্ডের রাজা তৃতীয় ইউলিয়ামের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। সবাই আশা করেছিলো যে জেমস এর মৃত্যুর পর তাঁর কন্যা ম্যারি এবং স্বামী উইলিয়াম পরবর্তী রাজা হবেন। যেহেতু ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী হবে প্রোটেস্টান্ট রাজা তাই তারা এতদিন এ সম্পর্কে কিছু বলে নি।

ইংল্যান্ডের মানুষজন যখন বিশপদের বেকসুর মুক্তির জন্য আনন্দ উল্লাস করছিলো তখন খবর এলো যে জেমসের দ্বিতীয় পত্নী মেরি অব মোডেনার গর্ভে একটি পুত্র সন্তান জন্ম নিয়েছে। এটি ইংল্যান্ডবাসীর জন্য সুখবর ছিলো না। রাজার পুত্র সন্তান জন্মলাভের পর তারা শঙ্কিত হয় এই ভেবে যে উক্ত ছেলে ক্যাথলিক শিক্ষকদের কাছে পাঠ নিয়ে গোড়াঁ ক্যাথলিক হয়ে গড়ে উঠবে এবং এই ক্যাথলিক রাজার অধীনে তাদের দু:খ-দুর্দশার সীমা থাকবে না। এর বিরুদ্ধে উইগ, টোরি মিলে সবাই একত্রিত হয় এবং সবাই রাজাকে উচ্ছেদ করতে উঠে পড়ে লেগে যায়। এর ফলে উইগরা হল্যান্ডের তৃতীয় উইলিয়ামকে আমন্ত্রণ জানায়। সাতজন বিশপ মুক্তি পেয়েছিলো ১০ জুন তারাও জেমসের পুত্র সন্তানের খবর শুনে ম্যারির স্বামী উইলিয়াম অব অরেঞ্জকে আমন্ত্রণ করেন। কট্টর উইগ ডেভেনশায়ার এবং ড্যানবির মত গোড়াঁপন্থী টোরিরাও আমন্ত্রণপত্রে সই করে। উইলিয়াম এবং তাঁর পত্নীকে যুগ্ম রাজা ও রানী হিসেবে ঘোষণা দেয়া হবে এই শর্তে উইলিয়াম ইংল্যান্ডে আসেন। তিনি আমন্ত্রণ পত্র গ্রহণ করেন ৫ নভেম্বর তারিখে। সমগ্র ইংল্যান্ড তখন জেমসের বিরুদ্ধে ছিলো। তিনি কোট অব হাইকমিশন বাতিল করেও জনগণের মন জোগাতে পারেন নি। তাঁর অনুগামী সৈন্যরা তাকে পরিত্যাগ করে এবং যেহেতু ডাচরা ক্রমশ লন্ডন অভিমুখে এগিয়ে আসতে থাকে এবং জেমস বুঝতে সক্ষম হন যে প্রতিরোধ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়, তাই তিনি ফ্রান্সে পালিয়ে যান (১৮ ডিসেম্বর ১৬৮৮)।

এভাবে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে ১৬৮৮ সালে এক যুগান্তকারী ঘটনা বিনা রক্তপাতে সংগঠিত হয় যা গৌরবময় বিপ্লব নামে খ্যাত। যৌথ শাসক হিসেবে উইলিয়াম এবং ম্যারিকে ঘোষণা করা হয়। তারা সংবিধান মেনে চলার অঙ্গীকার করেন। এই বিপ্লব ঐশ্বরিক বা ভগবান প্রদত্ত বিশ্বাসী স্বৈরতন্ত্রের সমাপ্তি টানে। এভাবে এটি ইংল্যান্ডে সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি নতুন যুগের সূচনা করে। এর ফলে ইংল্যান্ডে পার্লামেন্টের আধিপত্য স্থাপন এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়।

সমগ্র দেশের প্রতিনিধি হিসেবে উইলিয়াম একটি কনভেনশন পার্লামেন্ট আহবান করেন (১৬৮৯ সালে ২২শে জুন জানুয়ারি)। এই কনভেনশনে 'অধিকার বিল' (Bill of Rights) নামে একটি বিল পাস হয়। এই বিলে জেমসের বেশির ভাগ কার্যকলাপ অবৈধ বলে বাতিল করা হয়। কনভেনশন এমন একটি রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয় যেখানে পার্লামেন্ট কর্তৃক শাসন নিয়ন্ত্রিত হবে এবং পার্লামেন্টের কাছে দায়বদ্ধ রাখার ব্যবস্থা থাকবে। এভাবে পুরানো টোরিদের ঈশ্বর প্রদত্ত বা ভগবান প্রদত্ত ক্ষমতায় বিশ্বাসী রাজতন্ত্র বাতিল হয় এবং একটি নিয়মতান্ত্রিক বাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব, সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজা এবং জনগণের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ছিলো তার অবসান ঘটে এবং রাজার উপর পার্লামেন্টের জয়ের মাধ্যমে তার পরিসমাপ্তি ঘটে।

৪। গৌরবময় বিপ্লবের ফলাফল

কোনো প্রকার রক্তপাতহীন অভ্যুত্থান ছাড়াই সংগঠিত হয় বলে ১৬৮৮ সালের ইংল্যান্ডের বিপ্লবকে গৌরবময় বিপ্লব বলে অভিহিত করা হয়। এই বিপ্লবের ফলাফল ছিল -

১। গৌরবময় বিপ্লবের ফলে ঈশ্বর প্রদত্ত রাজশক্তির মতবাদ ইংল্যান্ড থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নেয়।

২। স্টুয়ার্ট রাজা এবং পার্লামেন্টের মধ্যে যে নিরবচ্ছিন্ন দ্বন্দ্ব ছিলো তার সমাপ্তি টানে ১৬৮৮ সালের গৌরবময় বিপ্লব। সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজা এবং পার্লামেন্টের মধ্যে কে অগ্রগণ্য বা শক্তিশালী এই প্রশ্নটিকে সামনে নিয়ে আসে। উভয় পক্ষই সর্বশক্তি দিয়ে নিজ আধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা করে। ইংল্যান্ড এই দ্বন্দ্বে গৃহযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলো। দ্বিতীয় জেমস আধিপত্য ধরে রাখতে চাইলেও তিনি শেষ পর্যন্ত তা ধরে রাখতে পারেন নি, অধিকন্তু দেশ থেকে পালিয়ে যান। ইংল্যান্ডের সিংহাসনে ম্যারি এবং তার স্বামী উইলিয়াম সিংহাসনে বসেন। এরা দেশের আইনকে মেনে নিয়ে শাসন করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। এর ফলে পার্লামেন্টের বিজয়কে ত্বরান্বিত করে। বিপ্লবের একশত বছর পরেও ইংল্যান্ড যে বুর্জোয়া শ্রেণী দ্বারা পার্লামেন্ট কর্তৃক শাসিত হতো তা শুধু রাজা নন বরং নতুন উত্থিত ব্যবসায়ী এবং ভূ-স্বামী শ্রেণীকেও প্রতিনিধিত্ব করতে থাকে।

৩। স্টুয়ার্ট রাজাদের পরাজয়ে ইংল্যান্ডে রোমান ক্যাথলিকবাদের উত্থান বন্ধ হয়ে যায়। যদি দ্বিতীয় জেমস ইংল্যান্ডের রাজা হিসেবে শাসন চালিয়ে যেতে পারতেন তাহলে ইংল্যান্ডে ক্যাথলিকবাদ পুনরুদ্ধারের একটি সম্ভাবনা দেখা দিত। কিন্তু দ্বিতীয় জেমসের ফ্রান্সে আশ্রয় নেওয়ায় সেই স্বপ্ন ধূলিস্যাৎ হয়ে যায়।

৪। স্টুয়ার্ট রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ ছিলো মূলত জনগণের অধিকার রক্ষার জন্য। পার্লামেন্ট ১৬৮৯ খ্রি: "বিল অব রাইটস" (Bill of Rights) বা অধিকার আইন পাশ করে। এতে উইলিয়াম ও মেরির পরে কে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসবেন তা স্থির হয়। সিদ্ধান্ত হয় -

ক) কোনো ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি অথবা যিনি কোনো ক্যাথলিকের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন এমন কেউ ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসতে পারবেন না।

খ) হাইকমিশন নামক বিচারালয় এবং অন্যান্য বিচারালয় যেগুলির সাহায্যে স্টুয়ার্ট রাজাগণ জনসাধারণের নামে অত্যাচার করতেন তা বাতিল করা হয়।

গ) পার্লামেন্টের প্রতিনিধি নির্বাচন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হবে। পার্লামেন্টের সদস্যদের মিলিত হওয়ার এবং তাদের বক্তৃতা দেবার স্বাধীনতা থাকবে।

ঘ) পার্লামেন্টের অনুমোদন ব্যতিরেকে স্থায়ী সৈন্যবাহিনী রাখা হবে না।

ঙ) পার্লামেন্টের অনুমোদন ভিন্ন কোনো প্রকার কর ধার্য করা আইন বিরুদ্ধ হবে।

চ) শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে অধিক অর্থদন্ড দেওয়া চলবে না।

জ) প্রয়োজন হলে প্রজা সাধারণ রাজার নিকট যে কোনো বিষয়ে আবেদন করতে পারবে। এভাবে রাজার ক্ষমতা স্বৈরাচারী করে তুলবার পথ রুদ্ধ করে ইংল্যান্ডে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৫। উইলিয়াম প্রবর্তিত বাৎসরিক বাজেট প্রস্তুতে পার্লামেন্টকে সরকারি আয়-ব্যয়ের উপর অধিকতর ক্ষমতা দান করে।

৬। এই বিপ্লবের ফলে অরেঞ্জ পরিবারের তৃতীয় উইলিয়াম ইংল্যান্ডের সিংহাসনে আরোহন করার ফলে ফরাসি রাজা চুর্তুদশ লুই এর ক্ষমতা খর্ব করতে সমর্থ হয়।

৭। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই বিপ্লব অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণকে শিথিল করে। গিল্ড ব্যবস্থা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং তাদের একচেটিয়া আধিপত্য ধরে রাখতে ব্যর্থ হয় বলে মনে করা হয়।

৮। এই বিপ্লবের ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের অবস্থান শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। টেমস নদীর তীরে অবস্থিত লন্ডন ইউরোপের অন্যতম প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়।

৯। এই বিপ্লবের ফলে ইউরোপের দেশগুলির স্বৈরাচারী রাজাদের ঈশ্বর প্রদত্ত রাজক্ষমতার বিশ্বাস ভেঙ্গে যায়। সংসদই যে সার্বভৌম শক্তি তা ইউরোপের দেশগুলির সম্মুখে প্রমাণিত হলো। পরবর্তী কালে ফরাসি বিপ্লবের ওপর এই বিপ্লবের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

এভাবে ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে গৌরবময় বিপ্লব ইংল্যান্ডে এমন একটি সংসদীয় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলো যা দ্বিতীয় চালর্স এবং দ্বিতীয় জেমস থেকে গুণগতভাবেই আলাদা চরিত্রের অধিকারী ছিল। এরপর থেকে ইংল্যান্ডের সংবিধান ক্রমশ পরিপুষ্ট হতে থাকে। পার্লামেন্ট ১৬৮৮ সালের পর সম্পূর্ণ জনগণের অধীনে চলে আসে।

সারসংক্ষেপ

টিউডর এবং স্টুয়ার্ট-এর যুগ থেকেই ইংল্যান্ডে রাজা পার্লামেন্টের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিলো। দুটি গৃহযুদ্ধও এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে পারে নি। পরবর্তীকালে ক্রমওয়েল এবং তার পুত্র বিচার্ড-এর কঠোর পিউরিটানবাদী শাসনে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ইংল্যান্ডে রাজতন্ত্র পুন প্রতিষ্ঠা করা হয়। রাজতন্ত্রের এই পুনপ্রতিষ্ঠায় রাজারা সংবিধান মেনে চলবেন বলে আশ্বাস দেন। তবে স্টুয়ার্ট বংশের দ্বিতীয় চালর্স এবং দ্বিতীয় জেমস এই নীতি অগ্রাহ্য করলে আবার অসন্তোষ সৃষ্টি হতে থাকে। বিশেষত দ্বিতীয় জেমসের ক্যাথলিক নীতি ক্রমশ জনগণের মধ্যে ভীতি এবং ঘৃণার সৃষ্টি করে। জনগণ এটি ভাবতে শুরু করে যে জেমস ইংল্যান্ডে পুনরায় ক্যাথলিকবাদ প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছেন। ফলে উইগ এবং টোরি দল তাঁর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। রাজার দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে পুত্রসন্তান জন্ম হলে জেমসের ছেলের নেতৃত্বে ইংল্যান্ডে ক্যাথলিকবাদ পুনপ্রতিষ্ঠা হবে এই ভেবে সকল বিরোধীদল জেমসের প্রোটেস্টান্ট কন্যা ম্যারি এবং তার স্বামী হল্যান্ডের রাজা উইলিয়ামকে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসতে আহবান জানায়। সমগ্র ইংল্যান্ড জেমসের বিরুদ্ধে চলে যায়। তিনি ফ্রান্সে পালিয়ে যান। এরপর ইংল্যান্ডে পার্লামেন্টের শাসন এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের পথ প্রবর্তিত হয়। রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানে ক্ষমতার পরিবর্তন এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের পথ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এটি গৌরবময় বিপ্লব নামে পরিচিত হয়ে উঠে। এই বিপ্লবে সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের স্বীকৃতি থাকে এবং জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাঠত্তোর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। দ্বিতীয় চালর্স কোন ধর্মের গোঁড়া সমর্থক ছিলেন?

ক) ক্যাথলিক ধর্মের খ) প্রেসব্যাটারিয়ান ধর্মের
গ) এ্যাংলিকান ধর্মের ঘ) প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের

২। দ্বিতীয় চালর্সের প্রধান মন্ত্রীর নাম কি?

ক) লেসলি খ) রিচার্ডশন
গ) ক্ল্যারেন্ডন ঘ) রবিন স্মিথ

৩। 'পপিস ষড়যন্ত্রের' মাধ্যমে কাকে বসিয়ে ইংল্যান্ডে ক্যাথলিকবাদ পুনপ্রতিষ্ঠার কথা ভাবা হয় ?

ক) প্রথম চার্লস খ) ষষ্ঠ এডোয়ার্ড
গ) দ্বিতীয় জেমস ঘ) প্রথম জর্জ

৪।কোন মন্ত্রীর সময়ে ইংল্যান্ডে রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয়?

ক) ড্যানবি খ) স্ট্যাফোর্ড
গ) রুর্পাট ঘ) আলিংটন

৫। পিটিশনবাদীদের সংক্ষেপে কি নামে অভিহিত করা হয়?

ক) টোরি খ) ক্যাবল
গ) পিটিশনারস ঘ) উইগ

৬। দ্বিতীয় চার্লসের সময়ে দ্বিতীয় জেমসের বদলে কাকে পরবর্তীকালে সিংহাসনে বসানোর ষড়যন্ত্র হয়?

ক) ডিউক স্যালি খ) স্যাফটসবেরী
গ) ডিউক মনমউথ ঘ) রবার্ট স্পেনসার

৭। দ্বিতীয় জেমস কোন আইনকে ভঙ্গ করে ক্যাথলিকদের সরকারি পদে নিয়োগ দেন?

ক) টেস্ট আইন খ) সাসপেনডিং আইন
গ) ইনডালজেন্স আইন ঘ) এডিক্ট অব নানটিস

৮। 'সাসপেনডিং ক্ষমতা' বলতে কি বুঝায়?

ক) রাজা কর্তৃক অপরাধীক শাস্তিদানের ক্ষমতা।
খ) রাজা কর্তৃক ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীদের চাকুরী দানের ক্ষমতা।
গ) রাজা কর্তৃক ক্যাথলিক বিরোধী আইনগুলি স্থগিত রাখার ক্ষমতা।
ঘ) রাজা কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত করার ক্ষমতা।

৯। কত সালে প্রথম "ডিক্লারেশন অব ইনডালজেন্স" ঘোষণা করা হয়?
ক) ১৬৮৫ সালে খ) ১৬৮৭ সালে
গ) ১৬৮৬ সালে ঘ) ১৬৮৮ সালে

১০। ১৬৮৮ সালের বিপ্লবকে গৌরবময় বিপ্লব বলে আখ্যায়িত করা হয় কেন?
ক) একটি রক্তপাতের মাধ্যমে ইংল্যান্ডে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটায়।
খ) এটি রাজাকে শক্তিশালী করে পার্লামেন্টের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রদান করে।
গ) এটি রাজা এবং পার্লামেন্টকে সমঅবস্থানের পর্যায়ে নিয়ে আসে।
ঘ) একটি রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে।

উত্তর : ১। (ক), ২। (গ), ৩। (গ), ৪। (গ), ৫। (ঘ), ৬। (গ), ৭। (খ), ৮। (গ), ৯। (গ), ১০। (ঘ)।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। দ্বিতীয় চালর্সের ক্যাথলিক নীতি পর্যালোচনা করুন।
২। গৌরবময় বিপ্লবের মূল ঘটনাসমূহ বর্ণনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। গৌরবময় বিপ্লবের কারণসমুহ বিশ্লেষণ করুন?
২। গৌরবময় বিপ্লব নামকরণের তাৎপর্যসহ-এর ফলাফল আলোচনা করুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। T F Tout, An Advanced History of Great Britain, Book III
২। V. D. Mahajan, England Since 1485
৩। Thomas P. Neill, A History of Western Civilization VoL II From 1600 to the Present
৪। Edward Mcnall Burnse, Western Civilization to their History and their Culture, Vol. I
৫। Robert Ergang; Europe From the Renaissance to waterloo
৬। ড. কিরণচন্দ্র চৌধুরী, আধুনিক ইউরোপ (১৬৪৮ - ১৮৭০ খ্রী:)।